ইসরায়েলকে পাত্তা না দিয়ে ব্রাজিল-ফিলিস্তিন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন

সারে-জমিন

ওএমআর শিট নষ্ট মানিকের নির্দেশে: পর্ষদ

রূপসী বাংলা

ইরানকে কতটা বদলে দিতে পারবেন নতুন প্রেসিডেন্ট

সম্পাদকীয়

ছেলে ধরা সন্দেহে গণপ্রহার, জনরোষের মুখে পুলিশ

সাধারণ

গৌতম গম্ভীরই ভারতীয় ক্রিকেট দলের নতুন কোচ

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
১০ জুলাই, ২০২৪
২৬ আষাঢ় ১৪৩১
৩ মহরম, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 185 ■ Daily APONZONE ■ 10 July 2024 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

পুলিশি হেফাজতে আবু সিদ্দিকির মৃত্যুর অভিযোগ ঘিরে রণক্ষেত্র ঢোলা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ঢোলা

আপনজন: এবার পুলিশি হেফাজতে থাকাকালীন বেধড়ক মারধরের জেরে মৃত্যুর অভিযোগে রণক্ষেত্র থানা চত্বর। পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ল মৃতের পরিবার ও প্রতিবেশীরা। আর স্থানীয়দের বিক্ষোভে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল সুন্দরবন পুলিশ জেলার ঢোলাহাট থানা এলাকা। ব্যারিকেড করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা পুলিশের। নামানো হয় ব্যাফ। ঘটনার সূত্রপাত ৩০ জুন। ওইদিন মহসিন হালদারের বাড়ি থেকে সোনার গয়না চুরি হয়। তিনি পুলিশে অভিযোগ জানান। স্থানীয় সূত্রে খবর, এর পর ১লা জুলাই ঢোলাহাট থানার পুলিশ এসে স্থানীয় কয়েকজনকে জেরা করে। তার ভিত্তিতে ভাট বকুলতলা গ্রামের বাসিন্দা আবু সিদ্দিক হালদারকে থানায় তুলে নিয়ে যায় ঢোলা থানার পুলিশ। আবু সিদ্দিকীর পরিবারের অভিযোগ, আবু সিদ্দিককে থানায় নিয়ে গিয়ে দফায় দফায় মারধর করেন রাজদীপ নামে এক সাব-ইন্সপেক্টর। এরপর ৪ জুলাই কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে পেশ করা হয় আবু সিদ্দিককে। ওইদিন জামিন পান তিনি। তবে তিনি গুরুতর অসুস্থ হওয়ায় প্রথমে মথুরাপুর গ্রামীন হাসপাতাল, তারপর ডায়মন্ড হারবার মহকুমা হাসপাতাল ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হওয়ায় সোমবার পার্কসার্কাসের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। রাত দশটা নাগাদ তার মৃত্যু হয়। এর পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। তাদের অভিযোগ, পুলিশের অত্যাচারের কারণেই মৃত্যু হয়েছে সিদ্দিকীর। মঙ্গলবার সকাল থেকে ঢোলাহাট থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায় জনতা। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামে ব্যাফ। তবে পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও জানান, আদালতে পেশ করার সময় শরীরে কোনও সমস্যা ছিল না সিদ্দিকীর।

১০ দিনের মধ্যে সবজির দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে কড়া নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

আপনজন ডেস্ক: রাজ্যজুড়ে কৃষি পণ্যের দাম এখন লাগাতার বেড়ে চলেছে। ফলে, আকাশছোঁয়ার হচ্ছে সবজি। আর তাতে নাভিশ্বাস উঠছে মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের। এই কৃষি পণ্যের দাম ঊর্ধ্বমুখী হওয়া নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার বিশেষ বৈঠক করেন নবান্নে। মূলত কি করে সবজির দামে লাগাম দেওয়া যায় বা সবজির দাম নিয়ন্ত্রণে আনা যায় তাই নিয়েই ছিল এই বৈঠক বলে নাবন্ন সূত্রে খবর।

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও হাজির ছিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, মুখ্যসচিব ভিপি গোপালিকা সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিক তথা প্রশাসনিক কর্তারা।

এদিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগামী দশ দিনের মধ্যে সবজির দাম নিয়ন্ত্রণের আনার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন প্রশাসনিক কর্তাদের। এর জন্য প্রতি সপ্তাহে টাস্ক ফোর্স মিটিং করে নজরদারি চালানোর উপর জোর দেন তিনি। যদিও সবজির দাম ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও টাস্ক ফোর্স সবজির দাম নিয়ন্ত্রণে তেমন কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় ভর্ৎসনা করেন। মুখ্যমন্ত্রী বৈঠকে বলেন,

রাজ্যে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি রুখতে টাস্ক ফোর্স গঠন করে দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা ঠিকমতো বৈঠকে বসছে কিনা জানি না।

শেষ কবে বৈঠকে বসেছে টাস্ক ফোর্স কমিটি তা তার জানা নেই বলে ক্ষোভ উগরে দেন। তাই তিনি রাজ্যের মুখ্যসচিব ও পুলিশের ডিজিকে স্পষ্ট নির্দেশ দেন যত দিন না দাম কমছে তত দিন নিয়মিত টাস্ক ফোর্সের বৈঠক চালিয়ে যেতে হবে। আর প্রতি সপ্তাহে তার কি ফল তা নিয়ে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। সেই সঙ্গে আগামী ১০ দিনের মধ্যে টাস্ক ফোর্স যাতে সবজির দাম নিয়ন্ত্রণে আনে তার কড়া নির্দেশ দেন।

তবে সবজির দাম বাড়লেও কৃষকদের তার ফায়দা হচ্ছে না বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন, সবজির দাম বৃদ্ধির ফলে মুনাফা লটুছে ফড়েরা। তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে টাস্ক ফোর্সকে।

এদিন সবজির দাম বৃদ্ধি প্রসঙ্গ এসে যেতেই আলুর দাম কোথাও কোথাও কিলো প্রতি ৪০-৫০ টাকায় বিক্রি হওয়া নিয়ে মুখ খোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, বড় ব্যবসায়ীরা আলু কোল্ড স্টোরেজে রেখে দেয়। এখন ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন আলু কোল্ড স্টোরেজে পড়ে আছে। ৬০ লক্ষ মেট্রিক টন আলু কোল্ড স্টোরেজে ছিল। বাজারে যাতে আলুর টান না পড়ে তার জন্য জানুয়ারি পর্যন্ত ২৫ শতাংশ আলু রেখে দিয়ে বাকি আলু কোল্ড স্টোরেজ থেকে বের করার কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ প্রতি মাসে ৫ লক্ষ টন করে ৬ মাস ধরে বাজারে যেন আলু সরবরাহ করা হয়।

তবে, বাজারে আলু সরবরাহে টান ও আলুর দাম ঊর্ধ্বমুখী হওয়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সন্দেহ, রাজ্যের বাইরে আলু চলে যাচ্ছে না তো? তাই আন্তঃরাজ্য সীমান্তে প্রয়োজনে তল্লাশি চালানোর নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, আগে আমাদের রাজ্যের চাহিদা মিটবে, তার পর অন্য রাজ্যে জিনিস যাবে। সেই সঙ্গে কোনও মজুতদার যাতে বেশি করে নিত্যপ্রয়োজনীয় সবজিগুলি নিজেদের কাছে মজুত করে না রাখে তা দেখার নির্দেশ দেন।

খারিজি মাদ্রাসার সাংবিধানিক অধিকার আদায়ে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি রাবেতার

নুরুল ইসলাম ● আগরতলা

আপনজন: বিজেপি শাসিত ত্রিপুরায় মুসলিমদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা কৌমি বা খারিজি মাদ্রাসাগুলির ব্যাপারে সংবিধান স্বীকৃত অধিকার বহাল রাখার আবেদন জানিয়ে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহাকে চিঠি লিখল রাবেতায়ে মাদারিসে ইসলামিয়া আরবিয়া ত্রিপুরা তথা নিখিল ত্রিপুরা কৌমী মাদ্রাসা বোর্ড। রাবেতায়ে মাদারিসে ইসলামিয়া আরবিয়া দারুল উলুম দেওবন্দের অনুমাদনপ্রাপ্ত রাবেতায়ে মাদারিসে ইসলামিয়া আরবিয়া ত্রিপুরা সে রাজ্যে খারিজি মাদ্রাসাগুলির পঠনপাঠন, সিলেবাস প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। মঙ্গলবার রাবেতায়ে মাদারিসে ইসলামিয়া আরবিয়া ত্রিপুরার সভাপতি মুফতি তৈয়েবুর রহমান এক চিঠিতে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহাকে বলেছেন, নিশ্চয়ই আপনি অবগত আছেন যে, ভারতবর্ষকে ইংরেজদের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য ১৮৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিখ্যাত ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় দারুলউলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতাগণ হিন্দু- মুসলমান তথা সকল সম্প্রদায়কে সঙ্গে নিয়ে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলেছেন, কারাবরণ করেছেন, হাজার হাজার মানুষ আহত ও নিহত হয়েছেন, এই কঠোর আন্দোলনের ফলস্বরূপ ভারতবর্ষকে ইংরেজদের হাত থেকে মুক্ত করা সম্ভব হয়েছিল। ১৫৮ বৎসর থেকে এই প্রাচীন কেন্দ্রীয়

RABITA MADARIS-E-ISLAMIA ARABIA TRIPURA
Branch Office: DARUL ULOOM SONAMURA RANGAMATIA

রাবেতায়ে মাদারিসে ইসলামিয়া আরাবিয়া ত্রিপুরার সভাপতি মুফতি তৈয়্যেবুর রহমান। (পাশে) মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহাকে লেখা চিঠি।

মাদ্রাসাটিকে পরিচালনা করা হচ্ছে এবং ঐ মাদ্রাসার সার্কুলার, নিয়ম-নীতি পদ্ধতিকে অবলম্বন করে সংবিধানে দেওয়া অধিকারের ভিত্তিতে সারা ভারতবর্ষে হাজার হাজার খারিজি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। খারিজি মাদ্রাসাগুলিকে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে দেওবন্দের দারুল উলুমের সংগঠন রাবেতায়ে মাদারিসে ইসলামিয়া আরাবিয়া। তৈয়্যেবুর রহমান জানান, সংবিধান মেনেই রাবেতায়ে মাদারিসে ইসলামিয়া আরবিয়া ত্রিপুরা এই রাজ্যের খারিজি মাদ্রাসাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। শিক্ষার্থীদেরকে প্রাথমিক স্তরে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন দ্বারা নির্ধারিত পাঠ্যক্রম অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। তিনি জানান, সম্প্রতি তারা জানতে পেরেছেন ত্রিপুরার কিছুদিন পূর্বে শিক্ষা অধিদপ্তর দ্বারা জারি করা একটি চিঠি সম্পর্কে যেখানে সমস্ত জেলা শিক্ষা অফিসারদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বে-সরকারিভাবে পরিচালিত মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত সমস্ত ছাত্রদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে আরটিই অ্যাক্ট ২০০৯ আইনের দ্বারা ৬ এর আওতায় আনার জন্য। এটা খুবই দুঃখজনক ও উদ্বেগজনক। কেননা ২০১০ সালে যখন এই আইনটি কার্যকর হয় তখন আরটিই অ্যাক্ট ২০০৯ আইন থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য কেন্দ্রের কাছে দাবি জানানো হয়। যার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার ২০১২ সালে এই আইনটিকে সংশোধন করে। তাতে মাদ্রাসা, বৈদিক পাঠশালা এবং ধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিকে অব্যাহতি দেয়। যা আরটিই অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নামে বিদ্যমান আছে এবং এর ৫ নং ধারায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। ("Section 2(5) nothing contained in this Act shall apply to Madrasa, Vedic

▶ এরপর আটের পাতায়

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ▪ বিড়লাপুর রোড ▪ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ▪ ফলতা ▪ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে (আরতি ও ইউনিপন) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ 40% মার্কস।

HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM (3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card
(Director)

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান

যোগাযোগ
6295 122937 / 93301 26912
9732 589 556

প্রথম নজর

পুকুর ভরাট করে অবৈধ নির্মাণ বন্ধ করল প্রশাসন

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● নলহাটি

আপনজন: রাতারাতি অবৈধ ভাবে পুকুর ভরাট করে চলছিল নির্মাণের কাজ। প্রতিবাদে সরব হন এলাকাবাসী। সেই সংবাদ সম্প্রচারিত হতেই নড়ে চড়ে বসেন প্রশাসন। গত সপ্তাহে পুকুর ভরাট করে অবৈধ নির্মাণের ঘটনাটি ঘটে নলহাটি শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কল ট্যাংকি পাড়ায়।নলহাটি ১ নম্বর ব্লকের ভূমি আধিকারিক জানিয়েছিলেন, অবৈধ নির্মাণ হয়ে থাকলে সাত দিনের মধ্যে পুকুরের আগের যা রূপ ছিল সেই রূপে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। ভূমি আধিকারিক সরজমিনে খতিয়ে দেখে পুকুরটি আগে যে অবস্থায় ছিলো সেই অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অভিযুক্তদের নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়েছিলেন।

সেই মত পুকুরের মধ্যে যে কংক্রিটের কাজ করা হয়েছিল মঙ্গলবার তা ভেঙে ফেলেন। ঘটনা স্থলে উপস্থিত ছিলেন নলহাটি ১ নম্বর ব্লকে র ভূমি আধিকারিক সহ প্রশাসনিক কর্মকর্তারা।

গ্রেফতার ব্যান্ডেল শুট আউটের পান্ডা

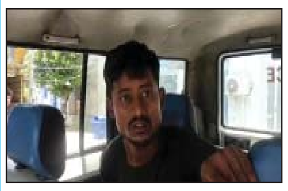

জিয়াউল হক ● ব্যান্ডেল

আপনজন: ব্যান্ডেল শুট আউট এ নয়া মোড়, গ্রেপ্তার লালবাবু গোয়ালা খুনের মাস্টারমাইন্ড, গত ৩ জুলাই ভর সন্ধ্যেবেলায় দেবানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ব্যান্ডেল কুলিপাড়া নিউ কাজিডাঙা এলাকায় গুলিতে খুন হন কলকাতা পুরসভার কর্মী লালবাবু গোয়ালা। তারপরেই তদন্তে নামে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট । মৃতের পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে লালবাবুর ভাইপো আদিত্য গোয়ালাকে গ্রেফতার করলেও খুনের কোনো রকম কিনারা করতে পারছিল না পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে ব্যান্ডেলের চিরঞ্জিত রায় ওরফে রামাকে গ্রেপ্তার করে চুঁচুড়া থানা পুলিশ। এদিন চুঁচুড়া আদালত তাকে ১১ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। পুরনো শত্রুতা জেনেই খুন নাকি অন্য কিছু রহস্য লুকিয়ে রয়েছে এই খুনের মধ্যে, পুলিশ সূত্রে খবর চিরঞ্জিতের বাবার সাথে লাল বাবুর পূরানো শত্রুতা ছিল,এই খুন কি তাহলে বাবার শত্রু তার বদদানোর জন্যই ,জোর কদমে তদন্ত চালাচ্ছে চুঁচুড়া থানার পুলিশ।

বালুরঘাট হাসপাতালে অস্থায়ী কর্মীদের কর্ম বিরতি দ্বিতীয় দিনেও

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: দ্বিতীয় দিনেও কর্ম বিরতি পালন করলেন বালুরঘাট সদর হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মীরা। নিয়মিত বেতনের দাবিতে মঙ্গলবার সকাল থেকেই কর্মবিরতিতে সামিল হন হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মীরা। তবে অত্যন্ত জরুরি কিছু ক্ষেত্রে কাজ স্বাভাবিক রাখার জন্য কিছু কর্মী নিযুক্ত থাকলেও নিজেদের মূল দাবিতে অনড় অস্থায়ী কর্মীরা। উল্লেখ্য, বেতনের দাবিতে গত সোমবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্ম বিরতির ডাক দিয়েছে বালুরঘাট সদর হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মীরা। এই অস্থায়ী কর্মীরা হাসপাতালের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নিরাপত্তা সহ অন্যান্য কাজের সঙ্গে যুক্ত।

এই সমস্ত কাজের জন্য পুরোনো ভবনে প্রায় ১০০-র বেশি অস্থায়ী কর্মী রয়েছেন। এই কর্মীরা একটি এজেন্সির মাধ্যমে কাজ করে থাকেন এবং এজেন্সির মালিকের কাছ থেকেই তারা মাস মাইনে পেয়ে থাকেন। বেতন না পাওয়ার বিষয়টি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও এজেন্সির মালিককে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। তাই এবার নিয়মিত বেতনের দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতিতে শামিল হয়েছে জেলা হাসপাতালের পুরোনো ভবনের অস্থায়ী কর্মীরা। এ বিষয়ে আন্দোলনরত এক অস্থায়ী কর্মী জানান, 'আমরা জেলা হাসপাতালে দীর্ঘ ২৫ থেকে ৩০ বছর ধরে এজেন্সির মাধ্যমে কাজ করে আসছি। কোন দিন এরকম হয়নি যে দীর্ঘ প্রায় আট মাস ধরে ট্রেজারি আমাদের বিলটি পাস করছে না। এজেন্সির মালিক কাউকে ৫০০ টাকা, কাউকে হাজার টাকা ,কাউকে দেড় হাজার এইভাবে করে প্রতি মাসে দিচ্ছেন। এইভাবে বকেয়া মেটানোর ফলে আমাদের সংসার চলছে না। গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে এই ভাবেই চলছে। তাই আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতির ডাক দিয়েছি।' অন্যদিকে, দ্রুত এই সমস্যা সমাধান করবার জন্য চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলেই বালুরঘাট সদর হাসপাতালে সুপার কৃষ্ণেন্দু বিকাশ বাগ জানিয়েছেন।

কেন্দ্র বিরোধী প্রতিবাদ রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: গত ১ লা জুলাই ছিল জাতীয় চিকিৎসক দিবস। দিনটিকে স্মরণ করে রাখতে তথা সমাজ বন্ধু হিসেবে ডাক্তারদের শ্রদ্ধা এবং সম্মান জানাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক অরাজনৈতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে নানান কর্মসূচি পালন করা হয়। ঠিক সেইদিনই বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার একটি বিল নিয়ে আসে ন্যায় সংহিতা অনুযায়ী। যাহা ডাক্তারদেরকেও ক্রিমিনালদের সাথে একই আইনে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে কর্মরত জুনিয়র ডাক্তার সহ সিনিয়র ডাক্তারদের মিলিত প্রয়াসে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত হয় সোমবার।নতুন যে আইন পাস করা হয়েছে, সে আইনের প্রতিবাদ জানাতেই মূলত এই বিক্ষোভ মিছিল বলে জানা গেছে । এদিন দুপুরে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজের অ্যাকাডেমিক বিল্ডিং থেকে এই শান্তি পূর্ণ মিছিলটি শুরু হয়। রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল পরিক্রমা করে মিছিলটি শেষ হয় পুনরায় ওই জায়গায়। তাদের দাবি এই যে আইন চালু করা হয়েছে তা অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে।আজ থেকে এই প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয়। আগামী দিনে জেলা, রাজ্য সহ ভারতের সর্বত্র এই মিছিলের ধারা অব্যাহত থাকবে।

জোর করে প্রাথমিক শিক্ষকদের একাংশকে ২ বছরের ডিএলএড কোর্স করানোর চেষ্টা!

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বি এড ও স্পেশাল ডি এল এড কোর্স করে প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি পাওয়া শিক্ষকদের এবার জোর করে ডিএলএড কোর্স করানোর চেষ্টার অভিযোগ উঠল বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগকে সামনে রেখে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত বদলের দাবী তুলে এবার বড়সড় বিক্ষোভে নামল প্রাথমিক শিক্ষকদের ওই অংশ। জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চাপিয়ে দেওয়া এই নির্দেশ তাঁরা কোনোভাবেই মানবেন না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন আন্দোলনকারী শিক্ষক শিক্ষিকারা। আদালতের নির্দেশে বেশ কয়েক বছর আগে বিএড ও স্পেশাল ডিএড কোর্স করা প্রায় ২২৫ জন চাকরীপ্রার্থীকে নির্দেশ দেয় বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ। তারপর থেকেই ওই চাকরী প্রার্থীরা জেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষিকা হিসাবে কাজ করে আসছেন। সম্প্রতি এই শিক্ষক শিক্ষিকাদের ডেকে দ্রুত দু বছরের ডি এল এড কোর্স করার জন্য মৌখিক নির্দেশ দেয় বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ। আর এতেই ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে বিএড ও স্পেশাল ডিএড করে চাকরী পাওয়া ওই প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষিকাদের মধ্যে। আজ ওই প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষিকারা বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ ঘেরাও করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁদের দাবী আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী স্পেশাল ডিএড ও বিএড করে চাকরী পাওয়া ওই হিক্ষক শিক্ষিকাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা দু বছরের ডিএল এড প্রশিক্ষণ নেওয়া শিক্ষকদের সমতুল্য। তারপরেও বেতনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণহীন হিসাবে তাঁদের গণ্য করে আসছে প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ। এরপর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা এর মতো নতুন করে দু বছরের ডি এল এড এর প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ। এই নির্দেশ তাঁরা কোনোভাবেই মানবেন না প্রয়োজনে ফের তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের দাবী এসবই করা হয়েছে আদালত ও সরকারের নির্দেশিকা মেনে। শিক্ষক শিক্ষিকাদের ওই অংশ তা না মানলে আগামীদিনে ওই শিক্ষক শিক্ষিকারাই সমস্যায় পড়বেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বালিতে হস্তশিল্প প্রদর্শনী

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: বঙ্গ সংস্কৃতি মঞ্চের অন্যতম সদস্য বাচিক শিল্পী সোমা ব্যানার্জীর উদ্যোগে বালি উত্তরপাড়া নেতাজী ভবনে হস্তশিল্প প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন হলো রবিবার। প্রদর্শনী চলবে ১১ জুলাই অবধি। হস্তশিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব, উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী সৌমিত রায়, সাংবাদিক ও সমাজকর্মী ফিরোজ হোসেন, প্রদর্শনীর কর্ণধার সোমা ব্যানার্জী প্রমুখ।

ওএমআর শিট নষ্ট করা হয় মানিকের নির্দেশে, পর্ষদ জানাল হাইকোর্টকে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন ডেস্ক: তৃণমূল বিধায়ক তথা পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যানের নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গের প্রাইমারি স্কুলগুলিতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য ২০১৭ সালের পরীক্ষায় ব্যবহৃত ওএমআর শিট নষ্ট করা হয়েছে বলে মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টকে জানিয়েছেন বোর্ডের আইনজীবী। মঙ্গলবার বিচারপতি রাজশেখর মান্থার একক বেঞ্চে এই মামলার শুনানি চলাকালীন পর্ষদের আইনজীবী বলেন, মানিক ভট্টাচার্য স্বাধীনভাবে ওএমআর শিট ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। স্কুলের জন্য কোটি কোটি টাকার চাকরি মামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে মানিক ভট্টাচার্য বর্তমানে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন। পর্ষদের আইনজীবী আদালতকে জানান, মানিক ভট্টাচার্য ওএমআর শিট নষ্ট করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় বোর্ডের কোনও সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করেননি। উল্লেখ্য সিবিআই হাইকোর্টকে জানিয়েছে, ওএমআর শিটের ডিজিটাইজড কপিও পাওয়া যাচ্ছে না। এরপরই বিচারপতি মান্থা সিবিআইকে নির্দেশ দেন, সার্ভার থেকে ওই ডিজিটাইজড কপি উদ্ধারে সাইবার ও সফটওয়্যার বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিতে হবে। মঙ্গলবার বিকেলে সিবিআই আধিকারিকরা দুজন সাইবার ও সফটওয়্যার বিশেষজ্ঞকে সঙ্গে নিয়ে আউটসোর্সড এজেন্সির অফিসে তল্লাশি অভিযান চালান। বিচারপতি মান্থার নির্দেশ অনুযায়ী, সিবিআই এই মামলায় বিশেষজ্ঞ নিয়োগের পুরো খরচ বহন করবে ডব্লিউবিবিপিই।

কংগ্রেসের ডেপুটেশন বোলপুর মহকুমা শাসকের দফতরে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বোলপুর জাতীয় কংগ্রেস কার্যালয় হইতে কংগ্রেস কর্মীরা সংবদ্ধ হয়ে একটি মিছিল বোলপুর শহর পথ পরিক্রমা করে বোলপুর মহকুমা শাসকের অফিসের সামনে মিছিলটি শেষ হয়। এখানে বক্তব্য রাখেন বীরভূম জেলা কংগ্রেস সভাপতি মিল্টন রশিদ তাদের দাবি বোলপুর শহরে ফুটপাত থেকে উচ্ছেদ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন ও আর্থিক সাহায্য করতে হবে রাজ্য সরকারকে, বোলপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে আধুনিক হাসপাতালে পরিণত করতে হবে, বোলপুর শহরে জল নিষ্কাশনের জন্য উপযুক্ত ড্রেন তৈরি করতে হবে, বোলপুর শহরে যানজট মুক্ত করতে হবে, বোলপুর পৌর এলাকায় যে সমস্ত বহুতল বাড়ি নির্মাণ হয়েছে সেগুলি পৌর আইন মোতাবিক নির্মাণ করতে হবে। মিল্টন রশিদ আরো বলেন বোলপুর শহরে চুরি আমরা কখনো শুনিনি। সে কখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল চুরি হয়েছে। তিনি অনুব্রত মণ্ডলের নাম করে বলেন গরু চুরি, বালি চুরি ,এসব শুনেছি কিন্তু স্কুলে চুরি শুনিনি। তিনি এও বলেন আগামী দিনে সব বাড়িতে চুরি হবে। দিন দিন বেকারের সংখ্যা বাড়ছে তারা যাবে কোথায়? আমার অনুরোধ বেকার ভাইদের কাছে চুরি যদি করতে হয় তাহলে প্রশাসনিক কর্তাদের বাড়িতে চুরি করুন কাউন্সিলর চেয়ারম্যান গ্রামের প্রধান, সদস্যদের বাড়িতে চুরি করুন। সাধারণ মানুষের বাড়িতে চুরি করবেন না বলে জানান। বোলপুর রজতপুর গ্রামে গণহত্যার, গন পিটুনি কথা তিনি তুলে ধরেন। বোলপুর রজতপুরে গণহত্যার সঠিক তদন্তের দাবি করেন।

পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ মালদার তিনটি গ্রামের বাসিন্দাদের

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: পানীয় জলের দাবীতে পথ অবরোধ। পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন মালদার চাঁচল-২ নং ব্লকের জালালপুর অঞ্চলের তিনটি গ্রামের মানুষ। মঙ্গলবার তারা জালালপুর চৌরঙ্গি মোড়ে পথ অবরোধ করে তুমুল বিক্ষোভ দেখান।

পথ অবরোধ, বিক্ষোভের জেরে তুমুল উত্তেজনাময় পরিস্থিতি তৈরি হয়। বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীদের অভিযোগ, চাঁচল-২ নং ব্লকের জালালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জালালপুর, হজরতপুর ও রামকৃষ্ণপুর এলাকায় গত ৮ দিন ধরে পিএইচ.ই-এর জল আসছে না। গ্রামের বেশ কয়েকজনের বাড়িতে সরকারি সাব মার্সিবল পাম্প থাকলেও, তা বাড়ি মালিকরাই দখল করে আছেন। গ্রামবাসীদের জল দিচ্ছে না। তাই পানীয় জলের জন্য গ্রামে হাহাকার পড়ে গেছে। গ্রামে পানীয় জলের তীব্র সংকট তৈরি হয়েছে। পানীয় জল নিয়ে এই প্রবল সংকট মোকাবিলার দাবিতেই আজ তারা আন্দোলন করছেন। গ্রামবাসীরা মিলে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন।

মুর্শিদাবাদে নিজেরাই অবৈধ নির্মাণ সরিয়ে নিলেন দোকানদাররা

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ
আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবৈধ নির্মাণ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশের পর একাধিক জায়গায় শুরু হয়েছে উচ্ছেদ অভিযান। কোথাও কোথাও বুলডোজার বা জেসিবি নামিয়ে অবৈধ নির্মাণ ভাঙছে প্রশাসন। অন্যদিকে ব্যতিক্রমী চিত্র ধরা পড়ল নবগ্রাম থানার পাঁচগ্রাম দক্ষিণ মোড় এলাকায়। অবৈধ নির্মাণ নিজেরাই সরিয়ে নিলেন কয়েকশো দোকানদার। 'বাদশাহী রোড' প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কপথ। মুঘল আমলে মুর্শিদাবাদ, মালদা, বর্ধমান এবং পুরীর মধ্যে প্রধান সংযোগকারী সড়ক পথ এই বাদশাহী রোড। রাস্তার দুপাশে বহু স্থাপত্যের নিদর্শনও দেখা যায়। যদিও কালের নিয়মে কোথাও সড়ক বেদখল, আবার কোথাও রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে উঠেছে। গুরুত্বপূর্ণ এই সড়ক পথকে রাজ্য সরকার সংস্কার এবং সম্প্রসারনের জন্য উদ্যোগী হয়েছে। যার ফলে যেটুকু পিচ মোড়া রাস্তা আছে, ওই সড়ক আরো চওড়া করতে রাজ্যের পূর্ত দপ্তর কাজ শুরু করেছে ইতিমধ্যে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকে প্রচার করে জানানো হচ্ছে, কুলি মোড় থেকে ওই সড়কের মোড়গ্রাম পর্যন্ত যেসব অবৈধ নির্মাণ আছে তা সরিয়ে নিতে হবে। যদিও দখলদারদের সরকারি কোনো লিখিত নোটিশ দেওয়া হয়নি, তবুও নিজেদের দোকান ভেঙ্গে সরিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু করলো পাঁচগ্রাম দক্ষিণ মোড় এলাকার দোকানদাররা। কয়েক দশক ধরে পাঁচগ্রাম দক্ষিণ মোড়ে ছোট-বড়ো মিলিয়ে প্রায় ২৫০ টি দোকান রয়েছে। নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে দোকান সরানোর পরে প্রশাসনের কাছে পুনর্বাসনের দাবী জানিয়েছে দোকানদাররা।

পুইনান উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শুরু হল পুইনান বইমেলা ২০২৪

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: মঙ্গরবার ৪ দিনের বইমেলার সূচনা হয় হুগলী জেলার পুইনান উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। চলবে ১২ জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত। পুইনান পল্লী সাধারণ পাঠাগার এবং পুইনান উচ্চ বিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই বইমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মালতি হাঁসদা, পুইনান উচ্চবিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক ড. সুবীর কুমার ব্যানার্জী, জেলা পরিষদের সদস্য শাকিলা বেগম, পুইনান পল্লী সাধারণ পাঠাগারের প্রশাসক অরুণ কুমার হালদার, স্থানীয় প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান জাকির হোসেন, বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক জারিফুল হক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব অভিজিৎ ঘোষ ও দিব্যেন্দু ঘোষাল। এই প্রান্তিক বইমেলায় কলকাতার ছটি নামি প্রকাশক অংশ নিয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা বইমেলা সম্পর্কিত গঠনমূলক আলোচনার পাশাপাশি স্বল্পপরিসরে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।

ছেলে ধরা সন্দেহে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিল যুবককে

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: স্কুল ছুটি হওয়ার পর স্কুলের সামনে দিয়ে একাই যাচ্ছিল পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্রী। আশপাশে কিছুটা দূরে বন্ধু-বান্ধবীরাও ছিল। স্কুলের বাইরে কয়েকজন অভিভাবকও ছিলেন। তার মধ্যেই ওই ছাত্রীর সামনে এসে বাইক নিয়ে এসে দাঁড়ায় অঞ্জাত পরিচয় এক যুবক। চালকের মাথায় ছিল হেলমেট। অভিযোগ, আচমকাই ছাত্রীকে হাত ধরে বাইকে টেনে তোলার চেষ্টা করেন অজ্ঞাত পরিচয় ওই যুবক। বেগতিক বুঝে ছুটে আসেন স্থানীয় দোকানদার ও অন্যান্য অভিভাবকরা। স্কুলের সামনে থেকে এক নাবালিকাকে অপহরণের চেষ্টার অভিযোগে ওই যুবককে পাকড়াও করেন তাঁরা। ওই যুবককে গণধোলাই দেওয়া হয়। পরে ওই যুবককে পুলিশের হাতে তুলে দেয় স্থানীয়রা। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ের দীঘিরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঠপোল এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদ করতেই ওই যুবকের কথায় অসঙ্গতি ধরা পড়ে। এরপরেই অভিযুক্তকে গণধোলাই দেয় স্থানীয় বাসিন্দারা। জখম হয় ওই যুবক। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ক্যানিং থানার পুলিশ। তাকে গ্রেফতার করে। অভিযুক্ত যুবকের নাম তাপস মাপা। তার বাড়ি নামখানা ব্লকের মন্মথনগর গ্রামে। যদিও অভিযুক্ত যুবকের দাবি, সে চোর নয়। তার বক্তব্য, ওই ছাত্রীই নাকি তাঁর কাছে সাহায্য চেয়েছিল। বাইকে কিছুটা এগিয়ে দিতে বলেছিল বলে দাবি ওই যুবকের। সেটা করতে গিয়েই আক্রান্ত হয়েছেন। অন্যদিকে স্থানীয় মানুষের দাবি, নামখানা এলাকার যুবক ক্যানিংয়ে কেন বাইকে ঘোরাফেরা করছিল? পুলিশ তদন্তে সঠিক তথ্য উঠে আসবে। যদিও ঘটনা প্রসঙ্গে ওই ছাত্রীর বাবা সোমবার রাতে কানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

প্রথম নজর

নিজের বেতন ৪০ শতাংশ কমিয়ে দিলেন লাইবেরিয়ার প্রেসিডেন্ট

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিম আফ্রিকার দেশ লাইবেরিয়ায় সাম্প্রতিক সময়ে মানুষ জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এরইমধ্যে দেশটির প্রেসিডেন্ট জোসেফ বোকাই ঘোষণা করেছেন, তিনি তার বেতন ৪০ শতাংশ কমিয়ে দেবেন। সোমবার (৮ জুলাই) রাতে এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম বিবিসি।

প্রেসিডেন্টের কার্যালয় জানিয়েছে, এ পদক্ষেপের মাধ্যমে তিনি ‘দায়িত্বপূর্ণ শাসন’ এবং লাইবেরিয়ানদের সাথে ‘সংহতি’ প্রদর্শনের নজির স্থাপনের আশা করছেন।

গত ফেব্রুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট বোকাই প্রকাশ করেছিলেন, তার বার্ষিক বেতন ১৩ হাজার ৪০০ মার্কিন ডলার। তবে বেতন কমানোর সর্বশেষ সিদ্ধান্তের ফলে তার বার্ষিক বেতন এখন ৮ হাজার ডলারে নেমে আসবে। প্রেসিডেন্ট বোকাইয়ের এ সিদ্ধান্তকে কেউ কেউ স্বাগত জানিয়েছেন। তবে, অনেকে মনে করছেন, এটি প্রকৃতপক্ষে কোনো ত্যাগ কিনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। কারণ, দৈনিক ভাতা এবং চিকিৎসা সুবিধা কভারের মতো কিছু সুবিধা এখনো তিনি পাবেন। লাইবেরিয়ানরা জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয় নিয়ে অভিযোগ করার কারণে সাম্প্রতিক সময়ে দেশটির সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন কঠোর তদন্তের অধীনে রয়েছে। পশ্চিম আফ্রিকার এই দেশটিতে প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজনের দৈনিক আয় ২ মার্কিন ডলারেরও কম।

লাইবেরিয়ার অলাভজনক সংস্থা সেন্টার অব ট্রান্সপারেন্সি অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিবিলিটির অ্যান্ডারসন ডি মিয়ামেন প্রেসিডেন্টের বেতন হ্রাসের সিদ্ধান্তকে ‘ভালো’ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, বেতন কমানোর পর সেই অর্থ কোথায় যাবে এবং কীভাবে সেগুলো জনগণের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে ব্যবহার করা হবে, সেটি স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়ার আশা করছি আমরা।

বেরিলের আঘাতে লণ্ডভণ্ড টেক্সাস, ১৩০০ ফ্লাইট বাতিল

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যে প্রবল শক্তি নিয়ে আঘাত হেনেছে হারিকেন বেরিল। এতে করে সেখানে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঘটেছে প্রাণহানির ঘটনাও। এছাড়া বেরিলের তাণ্ডবে বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছেন ২৭ লক্ষাধিক মানুষ।

হিউস্টনের বৃহত্তম বিমানবন্দর থেকে বাতিল করা হয়েছে ১৩০০ টিরও বেশি ফ্লাইট। স্থানীয় সময় সোমবার সকালে যখন বেরিল প্রথম টেক্সাসে আঘাত হানে, তখন এটি একটি ক্যাটাগরি ওয়ান হারিকেন হিসাবে সেখানে আছড়ে পড়েছিল। কিন্তু তারপর থেকে ধীরে ধীরে শক্তি কমে এটি গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঝড়ে পরিণত হয়েছে।

মঙ্গলবার (৯ জুলাই) এক প্রতিবেদনে সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে , হারিকেন বেরিল দক্ষিণ-পূর্ব টেক্সাসে আঘাত হেনেছে। প্রচণ্ড বৃষ্টি এবং প্রবল বাতাসের ঝোড়ো হাওয়া নিয়ে আঘাত হানা এই ঝড়ে ২৭ লাখেরও বেশি মানুষের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ঝড়ে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত তিনজন।

পাওয়ারআউটেজ.ইউএস-এর তথ্য মতে, সোমবার বিকেল পর্যন্ত টেক্সাসের ২৭ লাখেরও বেশি গ্রাহক বিদ্যুৎবিহীন রয়েছেন। এছাড়া ফ্লাইটঅ্যাওয়ার.কম-এর তথ্য অনুসারে, হিউস্টনের বৃহত্তম বিমানবন্দর বুশ ইন্টারকন্টিনেন্টাল বিমানবন্দরে ১ হাজার ৯৭টি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। মূলত হিউস্টন একটি নিচু উপকূলীয় শহর এবং এটি বরাবরই বন্যার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। দুর্যোগের সময় হিউস্টন এলাকায় বাতাসের একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৭৫ মাইল বা ১২০ কিলোমিটারে পৌঁছেছিল এবং ঝোড়ো বাতাসের গতিসীমা ঘণ্টায় ৮৭ মাইল বা ১৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছেছিল বলে জানানো হয়েছে।

এছাড়া ঝড়ের সময় মুষলধারে বৃষ্টিপাতের কারণে আকস্মিক বন্যাও দেখা দিয়েছে। মূলত যে সমস্ত এলাকায় মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ব্যাপক বৃষ্টি হয়েছে, সেসব এলাকা বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়েছে।

ইসরায়েলকে পাত্তা না দিয়ে ব্রাজিল-ফিলিস্তিন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি কার্যকর করেছে ব্রাজিল। যা ইসরায়েলকে তিরস্কার করার পাশাপাশি ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি দেশটির দৃঢ় সমর্থনের প্রকাশ। সোমবার (৮ জুলাই) এক বিবৃতিতে ব্রাজিলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এই চুক্তিটি অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের জন্য একটি বাস্তব অবদান। যাতে করে দেশটি প্রতিবেশীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ ও সম্প্রীতিপূর্ণভাবে অবস্থান করতে পারে। তুরস্কের সংবাদমাধ্যম টিআরটি ওয়ার্ল্ড এ খবর জানিয়েছে।

ব্রাজিল ২০১০ সালে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। দেশটির রাজধানীতে একটি ফিলিস্তিনি দূতাবাস স্থাপনের অনুমতিও দিয়েছে। শুক্রবার লাতিন আমেরিকার মেরকোসুর বাণিজ্য ব্লক ও ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের মধ্যে ২০১১ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তিটি অনুমোদন করেছে।

ব্রাসিলিয়ায় ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত ইব্রাহিম আল জেবেন ব্রাজিলের সিদ্ধান্তকে ‘সাহসী, সমর্থনমূলক এবং সময়োপযোগী’ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে পাঠানো এক বার্তায় বলেছেন, এটি ফিলিস্তিনে শান্তি সমর্থনের কার্যকর উপায়।

রাষ্ট্রদূত আরও বলেছেন, তিনি আশা করছেন মেরকোসুরের সঙ্গে ফিলিস্তিনের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে বছরে তা মাত্র ৩২ মিলিয়ন ডলার রয়েছে।

ফিলিস্তিনের প্রতি ব্রাজিলের সমর্থন মে মাসে প্রেসিডেন্ট লুইস ইনাসিও লুলা ডা সিলভা গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যার যুদ্ধের বিরুদ্ধে ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূতকে ইসরায়েল থেকে প্রত্যাহার করেছিলেন।

অবরুদ্ধ উপত্যকায় ইসরায়েলের হত্যাকাণ্ড শুরুর কয়েক সপ্তাহ পর লুলা হিটলারের হলোকাস্টের সঙ্গে ইসরায়েলের কার্যকলাপের তুলনা করেন। ব্রাজিলসহ অনেক লাতিন আমেরিকান দেশ আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালতে (আইসিজে) ইসরায়েলের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার গণহত্যার মামলাকে সমর্থন করেছে।

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে মামলার বাদী হতে লাতিন আমেরিকার কয়েকটি দেশ পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কলম্বিয়া। যুদ্ধের কারণে মে মাসে ইসরায়েলের সঙ্গে তাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।

অক্টোবর ৭ তারিখ থেকে অনেক দেশ ফিলিস্তিনকে একটি রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে স্পেন, নরওয়ে, আয়ারল্যান্ড, বাহামাস, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো, জ্যামাইকা, বার্বাডোস ও আর্মেনিয়া।

গাজায় মৃতের সংখ্যা ছাড়াতে পারে ১ লাখ ৮৬ হাজার

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর দীর্ঘ ১০ মাস ধরে চালানো বর্বরোচিত হামলায় নিহতের প্রকৃত সংখ্যা এক লাখ ৮৬ হাজার ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে জানিয়েছে বিখ্যাত ল্যানসেট জার্নাল। জার্নালটিতে প্রকাশিত এক গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে, প্রকৃত মৃতের সংখ্যা আরো বেশি। কারণ সরকারি পরিসংখ্যানে ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়া হাজার হাজার লাশ এবং স্বাস্থ্য সুবিধা, খাদ্যের অভাব এবং অন্যান্য সরকারি অবকাঠামো ধ্বংসের কারণে পরোক্ষ মৃত্যুর বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হয়নি।

গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধের সামগ্রিক প্রভাবে প্রকৃত মৃতের সংখ্যা ১ লাখ ৮৬ হাজারেরও বেশি হতে পারে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, গত ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযান শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত ৩৮ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে, প্রকৃত মৃতের সংখ্যা আরো বেশি। কারণ সরকারি পরিসংখ্যানে ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়া হাজার হাজার লাশ এবং স্বাস্থ্য সুবিধা, খাদ্যের অভাব এবং অন্যান্য সরকারি অবকাঠামো ধ্বংসের কারণে পরোক্ষ মৃত্যুর বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হয়নি।

গবেষণায় বলা হয়েছে, সহিংসতা থেকে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ছাড়াও সংঘাতের পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে। এমনকি যদি গাজা যুদ্ধ এই মুহূর্তে শেষ হয়, তাহলেও আগামী অনেকগুলো মাস ও বছর রোগ-ব্যোধীর মতো নানা কারণে অনেকের পরোক্ষ মৃত্যু হবে।

এতে বলা হয়েছে, গাজার বেশিরভাগ অবকাঠামো ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় মৃতের সংখ্যা আরো অনেক বেশি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। খাদ্য, পানি ও আশ্রয়ের অভাব দেখা দিয়েছে এবং ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের ত্রাণ ও কর্ম সংস্থার তহবিল কমে গেছে। এতে আরো বলা হয়, সাম্প্রতিক সংঘাতে এ ধরনের পরোক্ষ মৃত্যুর সংখ্যা প্রত্যক্ষ মৃত্যুর চেয়ে তিন থেকে ১৫ গুণ বেশি। গবেষণায় বলা হয়েছে, ‘রক্ষণশীল অনুমান’ অনুসারে প্রতি একজনের প্রত্যক্ষ মৃত্যুর বিপরীতে চারজনের পরোক্ষ মৃত্যুর হিসাবে বলা যায়, গাজা যুদ্ধের জন্য মোট মৃত্যুর সংখ্যা ১ লাখ ৮৬ হাজার বা তারও বেশি হতে পারে। এই সংখ্যা গাজার যুদ্ধ-পূর্ব ২৩ লাখ জনসংখ্যার প্রায় ৮ শতাংশ। তারা জানিয়েছে, ‘ঐতিহাসিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য এবং যুদ্ধের পুরো ক্ষয়ক্ষতি হিসাব করার জন্য সত্যিকারের মৃত্যুর সংখ্যা নথিভুক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা একটা আইনি বাধ্যবাধকতাও।’ গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে, আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালত জানুয়ারিতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আনা একটি গণহত্যা মামলার অন্তর্বর্তীকালীন রায়ে বলেছেন যে, গণহত্যা কনভেনশনের অধীনে ‘ধ্বংসলীলা রোধ এবং যুদ্ধাপরাধের অভিযোগের সাথে সম্পর্কিত প্রমাণ সংরক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার’। গবেষণাটি জার্নালের চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশিত হয়েছিল, যার অর্থ এটি পিয়ার রিভিউ করা হয়নি।

আলোচনায় বাধা সৃষ্টি করছেন নেতানিয়াহু, অভিযোগ হামাসের

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকাজুড়ে ইসরায়েলি হামলা যুদ্ধের অবসানে ক্রমবর্ধমান শান্তি আলোচনায় নতুন নতুন বাধা সৃষ্টি করার জন্য ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। চলতি সপ্তাহে হামাস-ইসরায়েল পরোক্ষ আলোচনা শুরু হওয়ার প্রেক্ষাপটে এই অভিযোগ করলেন ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস। সোমবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে হামাস বলেছে, আমরা চুক্তিকে সহজতর করার লক্ষ্যে নমনীয়তা ও ইতিবাচকতা দেখিয়েছি কিন্তু নেতানিয়াহু আলোচনার পথে আরো বাঁধা সৃষ্টি করছেন। তিনি আমাদের জনগণের বিরুদ্ধে তার আগ্রাসন ও অপরাধ বাড়িয়েই যাচ্ছেন এবং তাদের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া নেতানিয়াহু ‘মনোস্তাতাত্ত্বিক যুদ্ধ’ করছেন বলেও অভিযোগ করেছে হামাস।

হামাস শান্তি আলোচনার জন্য কিছুটা নমনীয়তা প্রদর্শন করলে যুদ্ধবিরতি এবং পণবন্দী মুক্তির ব্যাপারে আশাবাদের সৃষ্টি হয়। তবে এরপর রোববার নেতানিয়াহু চারটি দাবি জানালে নতুন করে অশ্চিয়তার সৃষ্টি হয়। তার একটি শর্ত ছিল যুদ্ধবিরতি হলেও তারা যেকোনো সময় আবার যুদ্ধ শুরু করতে পারবে। তার এই দাবি আলোচকদের মধ্যে বেশ ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এমনকি ইসরায়েলি নিরাপত্তা কর্মকর্তারাও এতে ক্ষুব্ধ হয়। সোমবার এক বিবৃতিতে হামাস প্রধান ইসমাইল হানিয়া সতর্ক করে দিয়ে বলেন, গাজায় যা ঘটছে তার বিপর্যয়কর পরিণতি হিসেবে আলোচনা প্রক্রিয়াকে পুনরায় নতুন করে শুরু করার জায়গায় নিয়ে যেতে পারে।

ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ না করার আহ্বান জানালেন ম্যাক্রোঁ

আপনজন ডেস্ক: ফ্রান্সের পার্লামেন্ট নির্বাচনে দ্বিতীয় দফার ভোটে চমক দেখিয়ে বামপন্থি জোট নিউ পপুলার ফ্রন্ট (এনএফপি) জয়ী হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে দেশটির নতুন সরকার গঠন নিয়ে তৈরি হয়েছে শঙ্কা। এনএফপিকে এখন হয় কমসংখ্যক আসন নিয়ে সংখ্যালঘু সরকার গঠন করতে হবে নয়তো অন্য দলের সঙ্গে জোট হয়ে ক্ষমতায় যেতে হবে।

তবে সংখ্যালঘু সরকার গঠন করা হলে ঝুলন্ত পার্লামেন্ট হবে। ফলে তারা কোনো আইন পাস করতে চাইলে অন্যদের ওপর নির্ভর করতে হবে। সে কারণে এখন সবকিছু মিলিয়ে এবারের নির্বাচন ফ্রান্সকে বেশ বিপাকে ফেলেছে বলা যায়।

এমন পরিস্থিতিতে দেশের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে আপাতত নিজ পদেই দায়িত্ব পালনের জন্য দেশটির প্রধানমন্ত্রী গ্যাব্রিয়েল অ্যাটালকে আহ্বান জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো। সোমবার পদত্যাগপত্র নিয়ে ম্যাক্রোঁর কাছে যান গ্যাব্রিয়েল। তাকে প্রধানমন্ত্রীর পদেই আপাতত দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান।

ফ্রান্সের পার্লামেন্টের আসন সংখ্যা ৫৭৭টি। দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে এনএফপি পেয়েছে ১৮২টি আসন, ম্যাক্রোঁর মধ্যপন্থী জোট ১৬৮টি এবং উগ্র ডানপন্থী দল ন্যাশনাল র‌্যালি (আরএন) পেয়েছে ১৪৩টি আসন। ফ্রান্সে সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজন হয় ২৮৯টি আসন। কিন্তু কোনো দলই এর ধারেকাছে যেতে পারেনি।

দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে ফ্রান্সের জনগণ আবারও জানিয়ে দিলো যে, তারা কট্টর ডানপন্থীদেরকে রাষ্ট্রের ক্ষমতায় দেখতে চায় না।

ইউরোপীয় পার্লামেন্টের নির্বাচনে বড় জয় পেয়েছিল ডানপন্থীরা। এমনকি ফ্রান্সের পার্লামেন্ট নির্বাচনের ক্ষেত্রেও প্রথম দফায় এগিয়ে ছিল তারা। কিন্তু রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য যে নির্বাচনে বিজয় নিশ্চিত করাটা সবচেয়ে বেশি জরুরি ছিল, সেখানেই পিছিয়ে পড়েছে কট্টর ডানপন্থিরা। প্রথম দফায় ডানপন্থিদের জয়ের পর দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের আগেই বামপন্থি এবং মধ্যপন্থি নেতারা নড়েচড়ে বসেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বেরিয়ে এলো ন্যাটোর মারাত্মক দুর্বলতা

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটো নিজেদের সবসময় শক্তিশালী দেখানোর চেষ্টা করে থাকে। বলা হয়ে থাকে, বিশ্বের যে কোনো শক্তিকে সহজেই পরাজিত করতে পারে ন্যাটোর সম্মিলিত শক্তি। যদিও তার ছিটেফোঁটাও দেখা যায়নি দক্ষিণ এশিয়ার দেশ আফগানিস্তানে। বরং সেখানে দুই দশকে ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয় করেও বিন্দুমাত্র টলাতে পারেনি স্থানীয় কট্টরপন্থি গোষ্ঠীকে। এবার রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধকে সামনে রেখে বেরিয়ে এলো ন্যাটোর মারাত্মক দুর্বলতার কথা। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বর্তমানে ৩৫ থেকে ৫০ ব্রিগেড সেনার অভাবে ভুগছে সামরিক জোটটি। আসন্ন রুশ আগ্রাসন মোকাবিলায় পূর্ব প্রস্তুতির অংশ হিসেবে জোটের পরিকল্পনা অনুযায়ী বিপুল এ সেনা ঘাটতি ধরা পড়েছে। একটি ব্রিগেড সাধারণত তিন হাজার থেকে সাত হাজার সেনার সমন্বয়ে হয়ে থাকে। ফলে সে হিসেবে বর্তমানে সাড়ে তিন লাখ সেনা ঘাটতিতে রয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম এ সামরিক জোটটি।

ন্যাটোর একটি নিরাপত্তা সূত্র জানায়, ২০২২ সালে ইউক্রেনে বিশেষ সামরিক অভিযান শুরুর পর রুশ বাহিনীর হুমকির মুখে সামরিক জোটটির একটি নতুন চ্যালেঞ্জের মাত্রাকে ইঙ্গিত করে। এ চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করতে হলে জার্মানিকে একাই তার আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা চারগুণ বাড়াতে হবে। গেল বছর ভিলিনিয়াতে অনুষ্ঠিত ন্যাটো সম্মেলনে জোটের সদস্য রাষ্ট্রগুলো গত তিন দশকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে।

তারপর থেকেই ন্যাটোর কর্মকর্তারা এ পরিকল্পনা অনুযায়ী সামরিক বাহিনীর কী কী রসদ প্রয়োজন তা পুঙ্খানুপুঙ্খ তালিকা তৈরি করতে শুরু করে। চলতি সপ্তাহে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিতব্য ন্যাটো নেতাদের এক সম্মেলনে এ পরিকল্পনার বিষয়ে হালনাগাতকৃদ তথ্য উপস্থাপনের আশা করা হচ্ছে। জোটটির ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এ সম্মেলনে মিলিত হবেন ন্যাটো জোটের শীর্ষ নেতারা। এক কর্মকর্তা জানান, সামরিক পরিকল্পনাবিদরা জোটের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সেনা ও যুদ্ধাস্ত্রের বিস্তারিত চাহিদা উপস্থাপন করেছেন। এ কর্মকর্তা জানান, আকাশ ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, দীর্ঘপাল্লার অস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্র, প্রয়োজনীয় সামরিক রসদসহ স্থলসেনাদের একটি বড় ফরমেশন এখন সবার আগে প্রয়োজন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২৭মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২৯ মি.

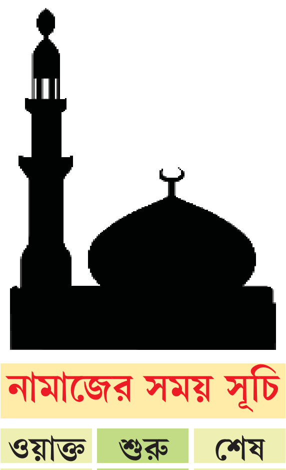

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.২৭	৪.৫৯
যোহর	১১.৪৬	
আসর	৪.১৯	
মাগরিব	৬.২৯	
এশা	৭.৫০	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৮	

জয়ের জন্য অপেক্ষা বাড়ল লো পেনের

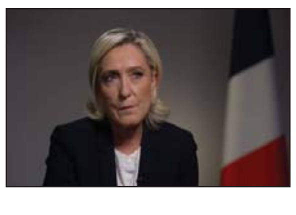

আপনজন ডেস্ক: ফ্রান্সের পার্লামেন্টে নির্বাচনে জয়ের আশা জাগিয়েও শেষ পর্যন্ত হেরে গেল অভিবাসনবিরোধী উগ্র ডানপন্থী মেরিন লো পেনের দল ন্যাশনাল র‌্যালি। নির্বাচনে ফলাফলে দেখা যায়, বামপন্থী দলগুলোর জোট নিউ পপুলার ফ্রন্ট প্রথম ও ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখোঁর মধ্যপন্থী জোট দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। আর মেরিন লো পেনের ন্যাশনাল র‌্যালি তৃতীয় স্থান পেয়েছে। প্রথম দফায় এগিয়ে থাকা মেরিন লো পেন এবার নিরঙ্কুশ জয় পেয়ে ফ্রান্সের ক্ষমতায় আসার দিন গুনছিলেন।

দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর পরিণতির হুমকি দিল উত্তর কোরিয়া

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ কোরিয়া সম্প্রতি তাজা-গুলি ব্যবহার করে যে সামরিক মহড়া চালিয়েছে তার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে উত্তর কোরিয়া। দেশটি ওই মহড়াকে ‘উস্কানি’ হিসেবে উল্লেখ করে এর জন্য ‘কঠোর পরিণতিরও হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়া গত সপ্তাহে’ জানিয়েছিল, দেশটি উত্তর কোরিয়া সীমান্তে তাজা-গুলি ব্যবহার করে একটি মহড়া শুরু করেছে। দুই কোরিয়ার মধ্যে উত্তেজনা প্রশমনের জন্য পিয়ংইয়ং ও সিউল ২০১৮ সালে যে সামরিক চুক্তি সই হয়েছিল সেটি স্থগিত রেখে মহড়াটি চালায় দক্ষিণ কোরিয়া।

উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং-উনের প্রভাবশালী বোন কিম ইও জং বলেছেন, দক্ষিণ কোরিয়ার ওই মহড়া ‘ক্ষমার অযোগ্য উস্কানি’। তিনি আরো বলেন, প্রশ্ন হচ্ছে, শত্রু কেন উত্তর কোরিয়া সীমান্তের কাছে মহড়া চালাল?

ইও জেং বলেন, দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইউন সুখ ইয়েয়াল সেদেশের রাজনৈতিক সংকট সমাধানের জন্য এই মহড়া শুরু করেছেন। সম্প্রতি দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইউনকে ইমপিচ করার জন্য ১০ লাখের বেশি স্বাক্ষরদাতা আবেদন জানিয়েছেন।

শিশু হাসপাতালসহ ইউক্রেনের একাধিক শহরে রাশিয়ার হামলা, নিহত ৪১

আপনজন ডেস্ক: ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে একটি শিশু হাসপাতালসহ বিভিন্ন স্থানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে কমপক্ষে ৪১ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো দেড় শতাধিক মানুষ। স্থানীয় সময় সোমবার সকালে এসব হামলার ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির চিফ অব স্ট্যাফ আন্দ্রি ইয়ারমাক। হামলার পর ঘটনাস্থলে ছড়িয়ে পড়া ছবিতে দেখা গেছে, ওই হামলার পর ঘটনাস্থল থেকে চিকিৎসাধীন শিশুদের সরিয়ে নেয়া হচ্ছে। শিশুদের কয়েকজনের হাতে স্যালাইনের পাইপ দেখা গেছে।

দিনের বেলা ইউক্রেনে রাশিয়ার এই ধরনের হামলা বেশ বিরল এবং বিমান হামলার পর বাবা-মায়েরা শিশুকে ধরে হাসপাতালের বাইরে রাস্তায় হাঁটছিলেন, তাদের অনেকে হতবাক হয়ে পড়েছিলেন এবং কাঁদছিলেন। হামলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং কিয়েভের শত শত বাসিন্দা ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার করতে সাহায্য করেন।

ওখমাতদিত নামে যে হাসপাতালে ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত করা হয় সেখানে ২০ জন শিশু চিকিৎসাধীন ছিল বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের কর্মকর্তারা। এটি ইউক্রেনের বড় শিশু হাসপাতালগুলোর মধ্যে একটি।

হজ্ব ওমরাহ যিয়ারত

উমর ফারুক ট্রাভেলস্

নলপুর, সাঁকরাইল, হাওড়া

সকলকে জানাই আসসালামু আলাইকুম

সমস্ত প্রশংসা সমস্ত তারিফ সেই মহান আল্লাহপাক এর জন্য যিনি আমাদের সমস্ত এবাদতের মধ্যে এক বিশেষ এবাদত হজ্ব ও ওমরাহ করার জন্য সহজ সরল রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন, যেই কাজে আমরা সৎ ও নিষ্ঠার সাথে আপনাদের খেদমতে বহু বছর ধরে নিয়ে জিত আছি ও দোওয়া করেন আগামীতে আরো ভালো ভাবে সেবা করতে পারি ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পরিষেবা

প্যাকেজ

১৭ দিনের জন্য সাধারণ প্যাকেজ
■ মক্কা ও মদিনাতে কাছাকাছি থাকার ব্যবস্থা ■ বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা) ■ মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে ■ ফ্লাইট যেকোনও এয়ারলাইন্স-এ হতে পারে

১৭ দিনের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ
■ মক্কাতে হোটেল এর দূরত্ব প্রায় ৩৫০ মিটার থেকে ৪০০ মিটার ■ মদিনাতে হোটেল এর দূরত্ব প্রায় ১০০ মিটার থেকে ১৫০ মিটার ■ বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা) ■ মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে ■ তায়েফ যিয়ারত ■ বদর যিয়ারত ■ ওয়াদিয়া জিন পাহাড় ■ বয়স্ক মানুষদের জন্য হুইলচেয়ারের সু-ব্যবস্থা আছে ■ জমজম ৫ লিটার ■ জেদ্দা ও আরব সাগর ভ্রমণ

রমজানের স্পেশাল অফার সীমিত সময়ের জন্য বুকিং করুন

হাদিয়া

ল্যাগেজ ব্যাগ, সাইড ব্যাগ, জুতার ব্যাগ, গাইড বই, সাতদানা তসবি, ট্রলি ব্যাগ

যোগাযোগ
কাজী ওয়াসিম আকবার 8240569012
আব্দুল ফারাদ 7003187312
সেখ সাইন রহমান 7980004507

কলকাতা শাখা অফিস: ৪৯, কুষ্টিয়া মসজিদ বাড়ি লেন, কলকাতা - ৭০০০৩৯

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ১৮৫ সংখ্যা, ২৬ আষাঢ় ১৪৩১, ৩ মহরম, ১৪৪৬ হিজরি

ভাবিয়া দেখিতে হইবে

তৃতীয় বিশ্বের কোনো কোনো দেশ আজ পুলিশি রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অনেক দুঃখ ও হতাশার বিষয় এই যে, বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে এই সকল দেশ স্বাধীনতা লাভ করিলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি এখন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাদের দাপট ও দৌরাত্ম্য। তাহাদের মনে রাখা উচিত 'এক মাঘে শীত যায় না'।
যেই পুলিশের শক্তিতে আজ তাহারা বলীয়ান হইয়া অত্যাচার-নির্যাতন চালাইতেছে, এমন পরিস্থিতি একদিন তাহাদের জন্য যে বুমেরাং হইবে না তাহার নিশ্চয়তা নাই। তাহাদের কারণে তৃণমূল পর্যায়ে বসবাস করাই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা যেইভাবে মিথ্যা, সাজানো ও ভিত্তিহীন মামলা দিয়া নিরপরাধ ব্যক্তিদের হয়রানি করিতেছে, তাহা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। কী তাহাদের অভিযোগ? তাহারা এই বলিয়াও মামলা দায়ের করিতেছে যে, জাতির পিতা ও প্রধানমন্ত্রীর ছবি ভাঙিয়া ফেলা হইয়াছে কিংবা বিরোধী নেতার বাসায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা হইয়াছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রশাসনের উপরমহল পর্যন্ত কোনো কমনসেন্স আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। তাহারা ইহা একবারও গভীরভাবে তদন্ত করিয়া দেখিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। যাহারা সরকারের সহিত থাকিয়া এই সকল অপকর্ম করিতেছে, তাহারা প্রশাসনকে অর্থকড়ি দিয়া এমনভাবে বশংবদ করিয়া ফেলিয়াছে যে, তাহারা এখন তাহাদের কথামতোই হুকুম তামিল করিতেছে। অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করিতেছে। ইহার চাইতে দুঃখজনক আর কী হইতে পারে?
অথচ যেই ছবি ভাঙচুরের কথা বলা হইতেছে, সেই ছবি তাহাদের অফিসের নহে। ঘটনাস্থল সঠিকভাবে তদন্ত ও বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, সেইখানে অন্য ছবি ছিল। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সেইখানে জাতির পিতা ও প্রধানমন্ত্রীর ছবি প্রতিস্থাপন করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি কি এই কাজ করিতে পারে? তাহারা কি এতটাই উন্মাদ হইয়া পড়িয়াছেন? ইহা কি হাস্যকর বিষয় নহে? তাই যাহারা এই সকল স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি ও অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দান করিতেছেন, কাজটা কি তাহারা ভালো করিতেছেন? কে না জানেন যে, তাহারা মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট লইয়াছেন জাল-জালিয়াতি করিয়া। স্বাধীনতা লাভের অর্ধশত বত্সর পার হইয়া গেলেও নকল যোদ্ধা ও তাহাদের সমর্থকরা কি নাই? মুক্তিযোদ্ধাদের একাধিক তালিকার কথা কি কাহারও অজানা? সেই তালিকায় কি হাজারটা অসংগতি নাই? তাহারা সরকারি দল করিলেও একটা কথা ছিল। প্রকৃতপক্ষে তাহারা তো অনুপ্রবেশকারী ও বর্ণচোরা। তাহারা মাদক ব্যবসায়সহ এমন কোনো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড নাই, যাহা করিতেছে না। অথচ মুক্তিযোদ্ধা সাজিয়া ও তাহার সার্টিফিকেট লইয়া সমাজে দিব্যি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে!
এমতাবস্থায় প্রশ্ন, কোন পথে যাইতেছে এই সকল দেশের মানুষ? এমন দেশে চুরিচামারি করিয়া পয়সা বানানো এবং তাহা রাজনীতিতে খরচ করিয়া প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করাই যেন এখন অনেকের ধ্যানজ্ঞান হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যোগসাজশে কাজ না করিয়াই বিল উঠাইয়া লয়। এই সকল বন্ধ করিতে না পারিলে দেশ অবশ্যই বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের দিকে ধাবিত হইবে। তাহাদের নিয়ন্ত্রণ না করিয়া বল্গাহীন ছাড়িয়া দেওয়ার পরিণাম কখনোই শুভ হইতে পারে না। এমন অন্যায়, অনিয়ম ও অবিচার কোনো দেশেই দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিতে পারে না। পৃথিবী পরিবর্তনশীল। তাই এই দুঃসহ ও দমবন্ধ করা পরিস্থিতিরও একদিন অবসান হইবেই। প্রতিরোধ যে একেবারেই হইতেছে না তাহাও নহে। নানা অন্যায়-অবিচারের পরিপ্রেক্ষিতে এই সকল দেশে বিক্ষোভ এমনকি খুনখারাবি লাগিয়াই রহিয়াছে। ইহাতে যাহারা ক্ষমতায় আছেন তাহারা অস্বস্তিবোধ করিলে কী হইবে? তাহারা দুষ্কৃতকারী ও অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া বরং তাহাদের পক্ষাবলম্বন করিতেছেন। তাহাদের আরো উসকাইয়া দিতেছেন। এই পরিস্থিতিতে তাহাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ রুখিয়া দাঁড়াইবেই। ইহা সময়ের ব্যাপার মাত্র। কেননা আল্লাহ তায়ালা সীমা লঙ্ঘনকারীদের মোটেও পছন্দ করেন না। যাহাদের বয়স হইয়াছে তাহারা দেখিয়া আসিতেছেন, এই সকল অপশক্তির শেষ পরিণতি কেমন হয়। অতএব, যাহারা ক্ষমতায় রহিয়াছেন, তাহাদের এই বিষয়টি গভীরভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

ইরানকে কতটা বদলে দিতে পারবেন সংস্কারপন্থী নতুন প্রেসিডেন্ট

ইরানের পরিস্থিতির একটা বড় পরিবর্তন ঘটে গেল। দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সংস্কারপন্থী প্রার্থী মাসুদ পেজেশকিয়ান কট্টরপন্থী প্রতিদ্বন্দ্বী সাইদ জালিলিকে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছেন। তিন কোটিরও বেশি ভোটার এই নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন। পেজেশকিয়ান ৫৩ দশমিক ৩ শতাংশ ভোট পাওয়ায় তাঁকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জালিলি পেয়েছেন ৪৪ দশমিক ৩ শতাংশ ভোট। ইরানের ভেতরে ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটা উত্তেজনাপূর্ণ সময়ে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, নির্বাচনের ফলাফল কি ইরানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রে বড় কোনো প্রভাব ফেলবে? লিখেছেন **মাজিদ রাফিজাদেহ...**

ইরানের পরিস্থিতির একটা বড় পরিবর্তন ঘটে গেল। দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সংস্কারপন্থী প্রার্থী মাসুদ পেজেশকিয়ান কট্টরপন্থী প্রতিদ্বন্দ্বী সাইদ জালিলিকে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছেন। তিন কোটিরও বেশি ভোটার এই নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন।
পেজেশকিয়ান ৫৩ দশমিক ৩ শতাংশ ভোট পাওয়ায় তাঁকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জালিলি পেয়েছেন ৪৪ দশমিক ৩ শতাংশ ভোট।
ইরানের ভেতরে ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটা উত্তেজনাপূর্ণ সময়ে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, নির্বাচনের ফলাফল কি ইরানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রে বড় কোনো প্রভাব ফেলবে? ইরানের পররাষ্ট্রনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে দেশটির সম্পর্কে এই ফলাফল কি কোনো প্রভাব রাখতে পারবে?
প্রথমেই অপরিহার্য যে বিষয়টির ওপর জোর দেওয়া দরকার তা হলো, এই নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি ছিল মাত্র ৪৯ দশমিক ৮ শতাংশ। সেদিক থেকে ইরানের ইতিহাসে সবচেয়ে কম ভোটার উপস্থিতির নির্বাচন।
এত কমসংখ্যক ভোটার উপস্থিতি বেশ কয়েকটি কারণকে সামনে নিয়ে আসে। যেমন অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নিয়ে ব্যাপক জন-অসন্তোষ, প্রার্থীদের নিয়ে বড় ধরনের বিভ্রান্তি। বিস্তৃত অর্থে ইরানের শাসকগোষ্ঠীর প্রতি মোহভঙ্গ ও ঔদাসীন্যের মতো বিষয়গুলো সামনে চলে আসে।
চিকিৎসা ও রাজনীতি—দুই স্বতন্ত্র পথে পেজেশকিয়ানের কর্মজীবন কেটেছে। আজারবাইজানি ও কুর্দি ঐতিহ্যের একজন হার্ট সার্জন হিসেবে ১৯৮০-৮৮ সালের ইরান-ইরাক যুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি শুধু চিকিৎসক দল পাঠাননি, একজন যোদ্ধা ও চিকিৎসক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।
যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পেজেশকিয়ান চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন এবং তাবরিজ বিশ্ববিদ্যালয় অব মেডিকেল সায়েন্সেসে জেনারেল সার্জারির ওপর উচ্চতর পড়াশোনা করেন। ১৯৯৩ সালে তিনি ইরানের ইউনিভার্সিটি অব মেডিকেল সায়েন্সেস থেকে কার্ডিয়াক সার্জারির ওপর বিশেষ ডিগ্রি অর্জন করেন। সার্জারির ওপর এই অভিজ্ঞতার কারণে তাঁকে তাবরিজ ইউনিভার্সিটি অব মেডিকেল সায়েন্সেসের প্রেসিডেন্ট পদে বসানো হয়। পাঁচ বছরের

> যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পেজেশকিয়ান চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন এবং তাবরিজ বিশ্ববিদ্যালয় অব মেডিকেল সায়েন্সেসে জেনারেল সার্জারির ওপর উচ্চতর পড়াশোনা করেন। ১৯৯৩ সালে তিনি ইরানের ইউনিভার্সিটি অব মেডিকেল সায়েন্সেস থেকে কার্ডিয়াক সার্জারির ওপর বিশেষ ডিগ্রি অর্জন করেন। সার্জারির ওপর এই অভিজ্ঞতার কারণে তাঁকে তাবরিজ ইউনিভার্সিটি অব মেডিকেল সায়েন্সেসের প্রেসিডেন্ট পদে বসানো হয়। পাঁচ বছরের জন্য তিনি সেই দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৪ সালে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি স্ত্রী ফাতেমি মাজেদি ও এক কন্যাকে হারান। ১৯৯৭ সালে মোহাম্মদ খাতামির প্রশাসনে উপস্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে রাজনীতিক হিসেবে তাঁর ক্যারিয়ার শুরু হয়। ২০০১ সালে তিনি পদোন্নতি পেয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হন। ২০০৫ সাল পর্যন্ত সেই পদে দায়িত্ব পালন করেন।

জন্য তিনি সেই দায়িত্ব পালন করেন।
১৯৯৪ সালে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি স্ত্রী ফাতেমি মাজেদি ও এক কন্যাকে হারান।
১৯৯৭ সালে মোহাম্মদ খাতামির প্রশাসনে উপস্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে রাজনীতিক হিসেবে তাঁর ক্যারিয়ার শুরু হয়। ২০০১ সালে তিনি পদোন্নতি পেয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হন। ২০০৫ সাল পর্যন্ত সেই পদে দায়িত্ব পালন করেন।
এরপর তিনি ইরানের পার্লামেন্টে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হন।
এটা ইরানের সমাজের এই প্রবণতার প্রতি ইঙ্গিত দেয় যে নির্বাচনের মাধ্যমে কে এল, সেটা কোনো বিষয় নয়; কট্টরপন্থীরা কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। সুতরাং দেশের ভেতরে সংস্কার ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মতো বিষয়ে কথাবার্তার ধরনে বদল এলেও, ইরানের একেবারে মৌলিক কৌশল ও নীতিতে কোনো পরিবর্তন আসবে না। ইরানে কট্টরপন্থীদের যে শক্তিশালী ক্ষমতাকাঠামো, তাতে কোনো পরিবর্তন আসবে না।
তাবরিজ থেকে পাঁচবার তিনি পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব করেন। ২০১৬-২০২০ সাল পর্যন্ত ইরান পার্লামেন্টে প্রথম ডেপুটি স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
ইরানের রাজনৈতিক পটভূমিতে বেশ কিছু কারণেই পেজেশকিয়ানকে সংস্কারপন্থী অথবা মধ্যপন্থী রাজনীতিবিদ বলা হচ্ছে। একই ধারার সাবেক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ খাতামি ও হাসান রুহানির মতো তিনিও পশ্চিমের সঙ্গে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের পক্ষে।
পশ্চিমের সঙ্গে শক্তিশালী কূটনৈতিক সম্পর্কের পক্ষে ওকালতির কারণ হলো, তিনি বিশ্বাস করেন, এতে ইরানের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবে, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ খুলে যাবে। চূড়ান্তভাবে যা ইরানকেই শক্তিশালী করবে।
এ ছাড়া নানা সময়ে তিনি ইরান সরকার, বিশেষ করে যেভাবে তারা বিক্ষোভ দমন করেছে, তার সমালোচনা করেছেন।
বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে সরকারি কর্তৃপক্ষের কঠোর ব্যবস্থায় তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বিশেষ করে নারীর অধিকার ও হিজাব আইন প্রয়োগের সময় যে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তাতে তিনি উদ্বেগ জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমরা অবশ্যই হিজাব আইনের প্রতি সম্মান দেখাব, কিন্তু সেটা জবরদস্তিভাবে চাপিয়ে দেওয়া কিংবা নারীদের প্রতি অমানবিক আচরণ আমাদের কখনোই করো উচিত নয়।'
এটা সত্ত্বেও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে উল্লেখ করা দরকার। সেটা হলো, পেজেশকিয়ান ক্রমাগতভাবে ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড ক্রপসকে (আইআরজিসি) সমর্থন করে গেছেন। ইরানের এই সামরিক সংস্থাকে সন্ত্রাসী সংগঠনের তকমা দেওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা তিনি করেছেন। পার্লামেন্টে তিনি আইআরজিসির ইউনিফর্ম পরে এসেছেন। এর মানে হচ্ছে, প্রকাশ্যে তিনি আইআরজিসির প্রতি তাঁর সমর্থন ঘোষণা করেছেন।
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, প্রেসিডেন্ট পদে পেজেশকিয়ানের প্রার্থিতার অনুমোদন দিয়েছে ইরানের অভিভাবক পরিষদ। দীর্ঘদিন ধরে যে টেকসই রাজনৈতিক ক্যারিয়ার পেজেশকিয়ান গড়ে তুলেছেন, তাতে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি ও ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের প্রতি তাঁর আনুগত্যের ইঙ্গিত দেয়।
পেজেশকিয়ান পশ্চিমের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের পক্ষে ওকালতি করছেন। তার মানে এই নয় যে তিনি ইরানের বিদ্যমান ব্যবস্থার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছেন, বরং সেই ব্যবস্থা যাতে আরও টেকসই ও কার্যকর হয়, সেটাই তিনি চান। অন্য সংস্কারপন্থী ও মধ্যপন্থী নেতাদের মতোই তিনি ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে ইসলামিক প্রজাতন্ত্রকে (অবশ্যই মূলনীতি বজায় রেখে) শক্তিশালী করতে চান।
ইরানে একটি মৌলিক পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে পেজেশকিয়ানের কতটা সামর্থ্য আছে, সেই বিবেচনা মাথায় রেখে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত তাদের প্রত্যাশা নির্ধারণ করা। বাস্তবতা হলো, ইরানের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতিগুলো প্রধানত সর্বোচ্চ নেতা ও আইআরজিসির জ্যেষ্ঠ নেতৃত্ব নিয়ন্ত্রণ করেন। সরকারের ওপর তাঁরা প্রভূত কর্তৃত্ব বজায় রাখেন। অতীতে দেখা গেছে, খাতামির মতো সংস্কারপন্থীদের প্রচেষ্টাগুলো তাঁরা ঢেকে দিয়েছেন। এ কারণে পেজেশকিয়ানের মতো সংস্কারপন্থীরা নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে সংস্কার কিংবা নীতি পরিবর্তনের পক্ষে কথা বললেও, বাস্তবে সেটা করার সামর্থ্য তাঁদের সীমিত।
এ ছাড়া আঞ্চলিক নীতিতে ইরানের অবস্থান, প্রক্সিদের সমর্থন এবং পরমাণু ও ব্যালিস্টিক মিসাইল কর্মসূচির গতিপথ পরিবর্তন বলে মনে হয় না। ইরানের ইতিহাস বলছে, তথাকথিত সংস্কারপন্থী নেতা প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলে, কট্টরপন্থীদের দিক থেকে প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিক্রিয়া আসে। ফলে দমন-পীড়ন তীব্র হয়।
এটা ইরানের সমাজের এই প্রবণতার প্রতি ইঙ্গিত দেয় যে নির্বাচনের মাধ্যমে কে এল, সেটা কোনো বিষয় নয়; কট্টরপন্থীরা কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। সুতরাং দেশের ভেতরে সংস্কার ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মতো বিষয়ে কথাবার্তার ধরনে বদল এলেও, ইরানের একেবারে মৌলিক কৌশল ও নীতিতে কোনো পরিবর্তন আসবে না। ইরানে কট্টরপন্থীদের যে শক্তিশালী ক্ষমতাকাঠামো, তাতে কোনো পরিবর্তন আসবে না।

মাজিদ রাফিজাদেহ, হার্ভার্ড থেকে শিক্ষা শেষ করা ইরানি-আমেরিকান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী
আরব নিউজ থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে

স্টারমার ডানে ঝুঁকে জিতেছেন, লেবারের বামেরা কী করবেন

অ্যান্ডি বেকেট

লেবার পার্টি যখন মধ্যপন্থা অনুসরণ করে কোনো সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করে, তখন দলের মধ্যে থাকা বাম ঘরানার কিছু লোকের মধ্যে সব সময় একধরনের মিশ্র অনুভূতি কাজ করে। তাঁরা রক্ষণশীলদের নিষ্পেষিত হওয়াকে স্বাগত জানাতে থাকেন।
মধ্যপন্থীরা মাঝেমধ্যে ভুলে যান, লেবার দলের বামরা একটি নির্দিষ্ট তীব্রতায় টোরিদের ঘৃণা করে। লেবার পার্টির ভেতরকার বামপন্থী আশাবাদীরা প্রায়ই আশা করেন, লেবারদের বিজয় নতুন সমাজতান্ত্রিক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে; অন্তত তাঁদের কিছুটা হলেও মানসিক স্বস্তি দেবে।
১৯৯৭ সালে যখন টনি ব্লেয়ার ভূমিধস জয় পান, তখন ডায়ান অ্যাবট (যুক্তরাজ্যের বামপন্থী ধারার এমপি) সাউথ ব্যাংকে লেবার পার্টির উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর জীবনীকার রবিন বুন্স এবং সামারা লিন্টনকে বলেছিলেন, 'এটি ছিল আমার সবচেয়ে আশ্চর্যজনক অনুভূতি...মনে হচ্ছিল, আমি এই দিনের জন্য সারা জীবন অপেক্ষা করেছি।' তবে বামপন্থীদের একটি অংশের এই ধরনের উচ্ছ্বাসের পাশাপাশি আরেকটি অংশের নেতিবাচক অনুভূতি প্রকাশ করতে দেখা যাচ্ছে। নতুন প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার সব সময় তাঁর দলকে 'পরিবর্তিত লেবার পার্টি' হিসেবে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে আসছেন। অন্য অনেকে এটিকে 'শুদ্ধ লেবার পার্টি' বলে থাকেন। কারণ, দলটি তার বেশির ভাগ বাম ঘরানার নীতি বাদ দেওয়ার পর সরকারি ব্যয় সীমিত করা ও ঐতিহ্যগত দেশপ্রেমকে থিম হিসেবে নিয়ে প্রচারণা চালিয়ে পার্লামেন্টে আসনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ করেছে। নতুন পার্লামেন্টে বিপুলসংখ্যক এমপিসজ্জিত লেবার পার্টিতে কয়েক ডজন এমপিকে বামপন্থী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অবশ্য বামপন্থী তকমাটি যথাযথভাবে প্রয়োগ করা এখন একটু কঠিন হতে পারে। কারণ, আগে যে সংখ্যক নেতাকে বামপন্থী বলে ধরে নেওয়া যেত, এখন হয়তো সংখ্যাটা সে জায়গায় না-ও থাকতে পারে। লেবার পার্টি অনেক বেশি সংখ্যক আসন পেলেও আশ্চর্যজনকভাবে জাতীয় পর্যায়ে তাদের ভোটপ্রাপ্তি তুলনামূলকভাবে অনেক কম। এবারের ভোটে তারা পেয়েছে এক-তৃতীয়াংশের কিছু বেশি (৩৪ শতাংশ), যা কিনা ২০১৭ সালে করবিনের নেতৃত্বে দলটির পাওয়া ভোটের চেয়ে অনেক কম এবং ২০১৯ সালে পরাজিত হওয়ার বছরে পাওয়া ভোটের চেয়ে খুব একটা বেশি নয়। ব্রিটিশ রাজনীতির অদ্ভুত নতুন পরিসরে স্টারমার যে কঠোর বাস্তববাদকে গ্রহণ করেছেন এবং সংস্কারের মাধ্যমে যে ডানপন্থী ফ্যান্টাসির দিকে তিনি ঝুঁকেছেন, তাতে প্রশ্ন উঠছে, লেবার দলের বাম এবং সাধারণভাবে বামদের কি এখন কোনো ভবিষ্যৎ আছে?
এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো নির্বাচনের ফলের দিকে নজর দেওয়া। নির্বাচনের ফলাফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে লেবার পার্টির সমর্থনে সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটে গেছে। স্টারমারের নেতৃত্বে দলটি ডানে ঝুঁকে বিপুল জয় পেলেও বামপন্থীদের প্রতি ভোটারদের আস্থা এখনো আশাবহ পর্যায়ে আছে। লক্ষণীয়ভাবে লেবার এমপিদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বামপন্থী আছেন। তাঁদের মধ্যে জন ম্যাকডোনেলের মতো প্রবীণ রাজনীতিক থেকে শুরু করে অলিভিয়া ব্লেক, রিচার্ড বার্গন ও জারাহ সুলতানার মতো তরুণ রাজনীতিক আছেন। তাঁদের মধ্যে জারাহ সুলতানাকে লেবার পার্টির নেতৃত্বের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মনে করা হচ্ছে।
এই নির্বাচনে যেখানে লেবার সমর্থকদের মধ্যে টোরিদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ বাইরে অন্য কিছুতে দেখা যাচ্ছিল না, সেখানে কিছু জায়গায় বামরা ভোটারদের সঙ্গে জোরালোভাবে সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছিলেন। লেবার পার্টির বড় পৃষ্ঠপোষকতা থেকে সরে এসে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ইজলিংটন নর্থে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বড় ব্যবধান নিয়ে জিতেছেন জেরেমি করবিন। তিনি বেশির ভাগ জরিপ প্রতিষ্ঠানকে, এমনকি নিজের প্রচারকর্মীদের অবাক করে দিয়ে সেখানে সাত হাজারের বেশি ভোটে জিতে এসেছেন। ইজলিংটন নর্থের মতো ব্রিটেনের অন্য শহরকেন্দ্রিক এলাকাগুলোতে গাজা পরিস্থিতি, জলবায়ু সংকট, আবাসনসংকট এবং আর্থিক সুবিধা ব্যবস্থার নিষ্ঠুরতা—ইত্যাদি ইস্যুতে (অন্তত বামদের দৃষ্টিতে) স্টারমার কম নজর দিয়েছিলেন এবং সে কারণে লেবার পার্টির সমর্থন কমেছে।
লেবার পার্টি অনেক বেশি সংখ্যক আসন পেলেও আশ্চর্যজনকভাবে জাতীয় পর্যায়ে তাদের ভোটপ্রাপ্তি তুলনামূলকভাবে অনেক কম। এবারের ভোটে তারা পেয়েছে এক-তৃতীয়াংশের কিছু বেশি (৩৪ শতাংশ), যা কিনা ২০১৭ সালে করবিনের নেতৃত্বে দলটির পাওয়া ভোটের চেয়ে অনেক কম এবং ২০১৯ সালে পরাজিত হওয়ার বছরে পাওয়া ভোটের চেয়ে খুব একটা বেশি নয়। এ অবস্থায় এড মিলিব্যান্ড ও আঙ্গেলা রেনারের মতো বাম দিকে ঝোঁক থাকা নেতাদের লেবার নেতৃত্বকে বোঝাতে হবে, বাম ঘরানার নীতিকে দল থেকে বিদায় করা হলে তা দলের জন্য ভালো হবে না। লেবার নেতৃত্ব কৌশলগত কারণে বাম নীতিগুলো সরিয়ে ডানপন্থার দিকে ঝুঁকলে তা দীর্ঘ মেয়াদে লেবার দলের একনিষ্ঠ সমর্থকদের মধ্যেও বিরক্তি সৃষ্টি করতে পারে। সেটি বামঘেঁষা উদারপন্থীদের পাশাপাশি মধ্যপন্থীদেরও বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে।

অ্যান্ডি বেকেট দ্য গার্ডিয়ান-এর নিয়মিত কলাম লেখক
দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

প্রথম নজর

নতুন প্রজন্মের ঈমান রক্ষায় পাশে দাঁড়াতে হবে: কাসেম নোমানী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● দেওবন্দ

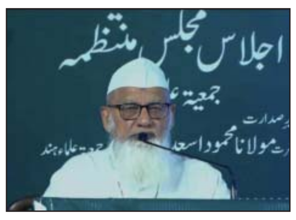

আপনজন: বিশ্বখ্যাত দ্বীনি বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম মুফতি আবুল কাসেম নোমানী বলেন, 'আমাদের স্মরণ রাখতে হবে আমাদের মুরুব্বিরা আজ বেঁচে নেই। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে পাঠিয়েছেন, আমাদের জীবন উৎসর্গ করে হলেও নতুন প্রজন্মের ঈমান রক্ষায় দাঁড়াতে হবে।' তিনি বলেন, 'আমাদের প্রজন্মকে ঈমান ও ইসলাম থেকে বঞ্চিত করে ধর্মত্যাগের পথে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পিত প্রচেষ্টা চলছে। তাছাড়া কিছু প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকার মুসলিম উম্মাহর সন্তানদের শিক্ষার নামে ধর্ম থেকে মুরতাদ করার চেষ্টা করছে। শুধু অপচেষ্টাই নয়, জবরদস্তি করেও ঈমান ছিনিয়ে নিচ্ছে, যা অত্যন্ত অন্যায় ও নিন্দনীয় কাজ।' নয়াদিল্লিতে ৪ জুলাই ২০২৪ মাওলানা মাহমুদ মাদানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটির মজলিশে মুন্তাজিমার গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে তিনি এ কথা বলেন। এতে দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের প্রায় দুই হাজার সদস্য এবং সেলিব্রিটিরা অংশ নেন।

মুফতি আবুল কাসেম নোমানী বলেন, 'আজকের পরিস্থিতিতে শুধু আমাদের আকাবিরদের আত্মত্যাগের কথা উল্লেখ করে সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। ভেবে দেখুন আমাদের আকাবিররা আজ বেঁচে থাকলে কী আবেগ নিয়ে মাঠে দাঁড়াতেন!' তিনি জানান, 'জমিয়তের কেন্দ্রীয় পরিষদের এই গুরুত্বপূর্ণ সভা এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যখন সারাদেশ একটি সংকটময় সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যা আমাদের ঈমান এবং আক্বিদার সাথে সম্পর্কিত।'

এসময় দেওবন্দ মুহতামিম মুফতি আবুল কাসেম নোমানী নতুন প্রজন্মের ঈমান রক্ষায় তারুণ্যের মেধা-শক্তিকে কাজে লাগানোর আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'তারুণ্যের শক্তি এবং তাদের মেধাকে কাজে লাগিয়ে আজকে আমাদের প্রজন্মের ঈমান হেফাজত করতে হবে'।

আদিবাসী পড়ুয়াদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য উন্নয়নে অনুষ্ঠান 'মানবতা'র

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাঁকুড়া

আপনজন: রুক্ষ বাঁকুড়ার শিক্ষা-স্বাস্থ্য উন্নয়নে আজ এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পথচলা শুরু করলো মানবতার পাঠশালা ও স্বাস্থ্যপরিসেবা, বাঁকুড়া জেলার তালডাংরা ব্লকের পিছিয়ে পড়া আদিবাসী তপশিলি এলাকায়। হাড়াকোনা গ্রামের আটচালায় আজকের অনুষ্ঠানটি সম্পাদিত হয়। আদিবাসী পিছিয়ে পড়া সাধারণ মানুষের শিশুদের স্কুলমুখী করা শুধু তাদের ভালোভাবে শিক্ষিত করেতোলার উদ্দেশ্যে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি ছাত্রছাত্রীদের সঠিক শিক্ষার ধারাবাহিকতার জন্য বিশেষ পাঠদান সহ শিক্ষা সামগ্রী সরবরাহ, বিনামূল্যে এলাকার সাধারণ মানুষের চিকিৎসা পরিষেবার জন্য মাসে একদিন করে স্বাস্থ্য পরিষেবা বিনামূল্যে পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার করল সুদূর দক্ষিণ ২৪ পরগনার একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মানবতা। অবশ্য এই কাজের সঙ্গে স্থানীয়ভাবে গাটছড়া বাঁধে তালডাংরার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সিক্স স্টার সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন বা সংক্ষেপে সিক্স স্টার এর সঙ্গে।

এদিন এলাকার মানুষ সকল অতিথিদের পুষ্পবৃষ্টি ও ব্যাচ-উত্তরীয় প্রদানের মাধ্যমে বরণ করে নেন। এই মহতী অনুষ্ঠানে যোগ দেন। মুজিবর কাজি এদিন উপস্থিত অতিথিদের হারিয়ে যেতে বসা মহুল বৃক্ষ উপহার দেন এবং মানবতার সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার আলী পিয়াদা দ্বারা বৃক্ষ রোপণ করা সহ সচেতনতার বার্তা দেন । অন্যদিকে আমন্ত্রিত শ্রীকান্ত বধুক এলাকার মায়েদের হাতে স্যানিটারি ন্যপকিন তুলে দেন এবং জননী সুরক্ষার বিষয়ে সচেতনতার বার্তা দেন। উদ্যোক্তারা জানান, এই স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে থাকবেন সোনামুখী ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: শেখ মিনহাজ উদ্দিন। এদিন চিকিৎসা পরিসেবা প্রদান করেন বাকুড়া মেডিকেল কলেজের ডা: সাহিল হোসেন মন্ডল ও ডা: কৌশিক কর। সহযোগিতা করেন নার্স রুম্পা গড়াই।

মাওবাদী পিএইচডিতে ভর্তি আপাতত স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বর্ধমান

আপনজন: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের পিএইচডিতে ভর্তির দিন ছিল মঙ্গলবার। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, অনির্দিষ্টকালের জন্য তা স্থগিত রাখা হল। সোমবার এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। সেখানে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার ইতিহাসের পিএইচডির জন্য মেরিট-বেসড কাউন্সেলিং হচ্ছে না। কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, 'আনঅ্যাভয়েডবল সারকামস্ট্যান্সেস'। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে এমন কী ঘটল, যার জন্য ইতিহাসের এই কাউন্সেলিং বন্ধ রাখতে হল? প্রসঙ্গত, এই পিএইচডির প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন জেলবন্দি মাওবাদী নেতা অর্ণব দাম। মেধার ভিত্তিতে তিনিই অগ্রাধিকার পাবেন এই পিএইচডিতে। ২০১০ সালে শিলদা ইএফআর ক্যাম্পে মাওবাদী হামলা হয়। সেই ঘটনায় অর্ণব ওরফে কিষেণজির স্নেহভাজন বিক্রমের নাম জড়ায়। দোষী সাব্যস্ত হন তিনি, সাজাও পান। সেই অর্ণব জেল থেকেই পিএইচডি করতে চেয়ে আবেদন করেছিলেন। এরপরই সম্প্রতি ২৫০ জনের সঙ্গে তিনিও পিএইচডি করার জন্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারভিউ দেন। গত সপ্তাহেই রেজাল্ট বেরোয়, তালিকায় প্রথমেই অর্ণব দামের নাম। এদিন ভর্তি হওয়ার কথা ছিল তাঁরও। তবে তার আগে জারি করা হলো এই বিজ্ঞপ্তি।

ছেলে ধরা সন্দেহে গণপ্রহার, জনরোষের মুখে পড়ল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কৈখালি

আপনজন: আবার ছেলে ধরা সন্দেহে মারধর। এবার ঘটনাস্থল কলকাতার উপকণ্ঠে এয়ারপোর্ট সংলগ্ন কৈখালীতে। পরে পুলিশ এসে জনরোষ থেকে দুজনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। ছেলে ধরা সন্দেহে আটক দুজনকে উদ্ধার করতে গিয়ে জনরোষের মুখে পড়ে এয়ারপোর্ট থানা। এলাকার মানুষের অভিযোগ রিকশায় চেপে এসে দুজন ব্যক্তি ওই এলাকার একজন ৬ বছরের ছেলেকে নাকি টার্গেট করেছিল। এরপরই ওই পরিবারের লোকজনদের চিৎকারে মানুষজন জড়ো হয়। দুজনকে হাতেনাতে ধরে স্থানীয় একটি ঘরে ঢুকিয়ে শুরু হয় মারধোর।কৈখালীতে ছেলেধরা সন্দেহে আটকে রাখার অভিযোগ দুজনকে। এলাকায় উত্তেজনা দেখা দেয়।বিধাননগর পৌর নিগমের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কৈখালী সরদারপাড়া এলাকায় ছেলে ধরা সন্দেহে মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর দুজনকে আটকে রাখার অভিযোগ এলাকার মানুষের বিরুদ্ধে ।চন্দন সর্দার নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে দুজন অচেনা ব্যক্তির আচমকা ঢুকে পড়ে ৬ বছরের একটি বাচ্চা ছেলেকে নাকি অপহরণ করার চেষ্টা করে।জানলা দিয়ে ডাকে। এরপরই সন্দেহ হলে দৌড়ে গিয়ে এলাকার মানুষ তাদেরকে ধরে ফেলে। তাই নিয়েই উত্তেজনা ছড়ায় ওই এলাকায়। এরপরেই এয়ারপোর্ট থানায় খবর দেওয়া হলে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ দুজনকে আটক করে নিয়ে যায়। গতকালও এই একই রকম ছবি ধরা পড়েছিল ওই এলাকায়, এমনটাই অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। ইতিমধ্যেই পুলিশের পক্ষ থেকে গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে ছেলে ধরা সন্দেহে গণপ্রহারের ঘটনা রুখতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কড়া নির্দেশ দিয়েছেন প্রশাসনকে। রাজ্যের এডি জি (আইন-শৃঙ্খলা) মনোজ ভার্মা ভবানী ভবনে বৈঠক করে প্রত্যেক জেলার পুলিশ সুপার ও কমিশনারেটের সিপিদের এই ধরনের অপরাধ রূপে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তারপরেও বারাসাত থেকে শুরু হওয়া ছেলে ধরা সন্দেহে গণপ্রজাদের ঘটনা গোটা রাজ্য জুড়ে প্রতিদিন ঘটেই চলেছে।

এয়ারপোর্ট সংলগ্ন কৈখালীতে সেই ছেলে ধরা সন্দেহে দুজনকে পুলিশের হাতে তুলে না দিয়ে নিজেদের হাতে আইন তুলে নিল ওই এলাকার সরদার পাড়ার বাসিন্দারা। ক্রমাগত জনগণের মধ্যে আইন হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় চিন্তিত প্রশাসন। ইতিমধ্যে এই ধরনের অপরাধ রোদে জোরদার প্রচার চালাচ্ছে প্রশাসন। কিন্তু তারপরেও এই সন্দেহের বসে গুজবের জেরে গন প্রহারের ঘটনা কিছুতেই রোধ করা যাচ্ছে না।

হকার উচ্ছেদে ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন দেওয়ার দাবিতে ডেপুটেশন বোলপুরে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বোলপুর নাগরিক মঞ্চের ব্যানারে হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদ এবং ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবিতে বোলপুর মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর রাজ্যের বিভিন্ন পৌরসভার ন্যায় বীরভূমের ও পৌরসভা এলাকায় শুরু হয়েছে হকার উচ্ছেদ অভিযান।উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বহু হকারের রুটি রুজিতে টান পড়েছে। সেই ইস্যুকে সামনে রেখেই বহু শ্রমিক সংগঠন, নাগরিক সংগঠন এবং রাজনৈতিক দলগুলো সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে পথে নেমে বিক্ষোভ মিছিল,ডেপুটেশন ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করে যাচ্ছে। সেরূপ বোলপুর নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে বোলপুর মহকুমা শাসকের অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

দাবি সমূহের মধ্যে ছিল উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং বিকল্প পুনর্বাসন। দল-মত নির্বিশেষে সকলেই নাগরিক মঞ্চের ব্যানার উপস্থিত হয়েছিলেন।অবস্থান-বিক্ষোভে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে, হকারী ভেন্ডার আইনসিদ্ধ পেশা। কোন হকারকে একান্ত প্রয়োজনে যদি উচ্ছেদ করতেই হয় তাহলে ৩০ দিন আগে নোটিশ না দিয়ে তা করা যায় না। আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে কোন হকারের লাইসেন্স বাতিল করা যায় না। ফুটপাতের প্রস্থের তিন ভাগের একভাগ জায়গায় হকার বসা আইন সিদ্ধ। ট্রাফিক বিঘ্নিত না করে রাস্তায় ঠেলা গাড়ি নিয়ে হকারী আইনসিদ্ধ ইত্যাদি হকারী আইন বিষয়ক দিকগুলি তুলে ধরা হয়। এছাড়াও বক্তারা বলেন কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এবং রাজ্যের তৃণমূল সরকার উভয়ই বিভাজনের রাজনীতিনীতি চালাচ্ছে।বৃহৎ পুঁজিবাদের স্বার্থেই এই হকারী উচ্ছেদ অভিযান।

তাছাড়াও বলেন সদ্য লোকসভা নির্বাচনে পৌরসভা এলাকাগুলিতে তুলনামূলক ভাবে তৃণমূলের ভোট সংখ্যা অনেক কমেছে।সেটা একটি রাজনৈতিক ভাবে মাথা ব্যাথার কারন তৃনমূল কংগ্রেসের কাছে।সেই ইস্যুকে সামনে রেখে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যেই তৃণমূল সরকারের হকার উচ্ছেদ অভিযান। মুখ্যমন্ত্রী নবান্ন থেকে একরাশ দূর্নীতির বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।সেখানে নিজের দলের মন্ত্রী থেকে ডিএম, ওসি আইসি সহ বিভিন্ন পদমর্যাদার আধিকারিকদের কড়া সমালোচনা করেন।সেই হিসেবে তাদের জেলহাজতে থাকার কথা।

কিন্তু সেটা না হয়ে হকারদের উপর ক্ষোভের রাশ প্রকাশ পেল। এরূপ কথাগুলো বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেন বোলপুর পৌরসভার প্রাক্তন উপ পৌরপতি তথা প্রবীন নাগরিক শৈলেন মিশ্র। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বকুল ঘড়ুই, রঞ্জিত প্রামানিক প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বিক্ষোভ শেষে কয়েকজন প্রতিনিধি গিয়ে বোলপুর মহকুমা শাসক অয়ন নাথ এর সাথে দেখা করেন এবং হকারদের দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি তুলে দেন। তিনি আগ্রহ সহকারে প্রতি নিধি দলের কথা শোনেন এবং দাবি সমূহের কপি জেলা শাসকের নিকট পৌঁছে দেওয়ার কথা বলেন বলে বোলপুর নাগরিক মঞ্চের বক্তব্য।

মীমাংসায় এসে শ্বশুরবাড়িতে ভাঙচুর!

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: গার্হস্থ্য অশান্তির মীমাংসা করতে এসে শ্বশুরবাড়িতে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠল গৃহবধূর বাপের বাড়ির পরিবারের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, ভাঙচুর করা হয় বাড়ি, একাধিক গাড়ি, বাইক। এমনকি, বহিরাগতদের এনে শ্বশুরবাড়ির লোকেদের মারধর করার অভিযোগ উঠেছে। হাওড়ার সাঁকরাইলের শুলাটি সেপাইপাড়ার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্বামীর সাথে পারিবারিক অশান্তির পর বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন গৃহবধূ। এরপর সোমবার রাতে দুই পরিবার বসে মীমাংসার জন্য। সেখানেই দুই পরিবারের কথা কাটাকাটি শুরু হয়। মাঝপথেই উঠে চলে যান মেয়ের বাড়ির লোকেরা। এর কিছুক্ষণ পরেই লোকজন নিয়ে এসে হামলার অভিযোগ ওঠে গৃহবধূর বাপের বাড়ির বিরুদ্ধে।

ভয়াল ভাঙনের কবলে পড়ল গঙ্গাসাগর

আসিফা লস্কর ● সাগর

আপনজন: গত শুক্রবার ছিল অমাবস্যার কোটাল তারপর দ্বিতীয়া ও তৃতীয়ায় ধীরে ধীরে বাড়ছে সমুদ্রের জল। উত্তাল হয়ে পড়েছে গঙ্গাসাগরের সমুদ্র। সমুদ্রের জলের ধাক্কায় লাগছে সমুদ্রের পাশে থাকা কংক্রিটের ঢালাই রাস্তাতে। কপিলমুনির আশ্রমের সামনে দুই থেকে পাঁচ নম্বর স্নান ঘাটের রাস্তা বেহাল অবস্থা। অমাবস্যার কোটালে সমুদ্রের জলের ধাক্কায় ভেঙে পড়লো চার নম্বর সান ঘাটের ঢালাই রাস্তা। ইতিমধ্যে ভগ্ন এলাকা বেরিকেট করে ঘিরে দিয়েছে প্রশাসন। আতঙ্কিত ব্যবসায়ী থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ গঙ্গাসাগর মেলার সময় কয়েক কোটি টাকা খরচে অস্থায়ী নদী বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিল। পুনরায় নদীগর্ভে তলিয়ে যায় সেই অস্থায়ী বাঁধ সহ ঢালাই রাস্তা।

শিশুর দেহে গরম চামচে ছ্যাঁকা দেওয়ায় অভিযুক্ত কাকিমা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: এক অমানবিক নিষ্ঠুর ঘটনার সাক্ষী থাকল মালদা শহর। রান্না করার চামচ আগুনে গরম করে নয় বছরের শিশুর গোটা শরীরে ছ্যাঁকা দেওয়ার অভিযোগ উঠল শিশুটির কাকিমার বিরুদ্ধে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে এই শিশুকন্যাটি। শিশুটির পরিবার ইংরেজবাজার থানায় অভিযোগও করেন। কিন্তু নিষ্ক্রিয় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ আধিকারিকেরা। এমনটাই অভিযোগ পরিবারের। জামিন যোগ্য ধারায় মামলা করে অভিযুক্ত কাকিমাকে এমন ঘটনার পরও আদালতের কঠোর শাস্তির বিধান থেকে বাঁচানোর উদ্যোগ পুলিশকর্তাদের বলে অভিযোগ। খোদ মালদা শহরের ইংরেজবাজার থানার গান্ধী পার্ক এলাকার ঘটনা এটি। শিশুটির বাবা ও মা জানান, গত চার দিন আগে বাচ্চাদের খেলা নিয়ে সামান্য গন্ডগোল হয়। আর তার জেরে নয় বছরের ওই শিশু কন্যাকে চামচ গরম করে গোটা শরীরে ছ্যাকা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তারই কাকিমার বিরুদ্ধে। ঘটনার পর ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলেও পুলিশ কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ। আতঙ্কে গোটা পরিবারের পাশাপাশি গোটা গান্ধী পার্ক এলাকা। অভিযুক্তের গ্রেফতারের দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন গ্রামের মহিলারাও। তাদের অভিযোগ এইরকম নৃশংস ঘটনা তারা দেখেনি। তাদের ছেলেমেয়েরাও খেলা করে পাড়ায়। সেই বলে পুড়িয়ে দেবে তারা এটা মানতে পারছেন না। নারী এবং শিশু নির্যাতনের ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে অত্যাধিক বেড়েছে । পুলিশ কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না দাবি বিজেপির। অমানবিক ঘটনা। পরিবারের সদস্যদের বলব শিশু সুরক্ষা কমিটিতে গিয়ে একটা লিখিত অভিযোগ করতে দাবি, তৃণমূলের।

অধ্যাপকের ছিনতাই হওয়া টাকা উদ্ধার করে ফিরিয়ে দিল পুলিশ

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপকের ছিনতাই হয়ে যাওয়া টাকা উদ্ধার করে ফিরিয়ে দিল পুলিশ। অধ্যাপকের কাছ থেকে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা ছিনতাই হয়ে যাওয়ার পর পাঁচ দিনের মধ্যে কুলকিনারা খুঁজে বের করল শান্তিপুর থানার পুলিশ। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ৩৫ হাজার ২০০ টাকা, যদিও তাকে আদালতে তোলা হলে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আরো সাত দিনের পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক কে থানায় ডেকে তার হাতে টাকা তুলে দিলেন শান্তিপুর থানার পুলিশ আধিকারিকরা। উল্লেখ্য,গত ৪ তারিখ দুপুরবেলায় শান্তিপুর ডাকঘর মোর সংলগ্ন একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে টাকা তুলেছিলেন ওই অধ্যাপক, এরপর রাস্তায় বেরোতেই একটি কালো মোটরবাইক নিয়ে দুই যুবক অধ্যাপকের হাত থেকে টাকার ব্যাগ ছিনতাই করে নিয়ে পালিয়ে যায়,এরপরেই হতাশ হয়ে পড়েন অধ্যাপক অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। সাথে সাথেই শান্তিপুর থানা দারস্থ হয়ে ঘটনা পুলিশকে জানান তিনি, এরপর দ্রুত তদন্তে নামে পুলিশ। যদিও চার দিনের মাথায় অভিযুক্ত বকতিয়ার উদ্দিন মণ্ডল কে গ্রেফতার করে পুলিশ। জানা যায় ধৃতের বাড়ি চাপড়া থানা এলাকায়। ছিনতাই হয়ে যাওয়া টাকার মধ্যে ৩৫ হাজার ২০০ টাকা হাতে পাওয়াতে বেজায় খুশি অধ্যাপক। তিনি ভাবতেই পারেননি তার এই টাকা ফেরত পাবেন।

নিয়ন্ত্রণহীন গাড়ি উল্টে মৃত্যু তিন নির্মাণ কর্মীর

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ছোটো গাড়িতে ঢালাই মেশিন চাপিয়ে কাজে যাওয়ার সময় ঘটল মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা। নিয়ন্ত্রণহীন গাড়ি উল্টে মৃত্যু হল তিন নির্মাণ শ্রমিকের। ঘটনাকে ঘিরে শোকের ছায়া নেমে এল মালদার রতুয়া-২ নং ব্লক এলাকায়। জানা গেছে, দুর্ঘটনায় নিহত তিন নির্মাণ শ্রমিকের নাম যথাক্রমে সেখ রিন্টু, বয়স ২৮ বছর, তোফাজুল, বয়স ২৮ বছর ও রশিদুল, বয়স ৩৪ বছর।

এদের মধ্যে প্রথম দুজনের বাড়ি রতুয়া-২ নং ব্লকের পরাণপুর অঞ্চলের নমোটোলা এলাকায় এবং অপরজনের বাড়ি বাবলাবোনায়। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সোমবার সকালে তারা বাড়ি থেকে কাজের উদ্দেশ্যে বের হন। এরপর তারা অন্যান্য শ্রমিকদের সঙ্গে একটি ছোটো গাড়িতে ঢালাই মেশিন' চাপিয়ে নিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুরের তুলসিহাটার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। কিন্তু তুলসিহাটা যাওয়ার আগে ভালুকা এলাকায় তাদের গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। ফলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় রশিদুলের। এবং গাড়িতে থাকা মোট ১১জন শ্রমিক কম-বেশি আহত হন। আহতদের প্রথমে ভরতি করা হয় মশালদহ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। কিন্তু তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় তাদের মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখানেই রিন্টু ও তোফাজুলের মৃত্যু হয় বলে খবর।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

অস্ত্র সহ গ্রেফতার জয়নগরে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: জয়নগর থানার পুলিশের আবার সাফল্য।জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় অস্ত্র সহ গ্রেফতার এক জনকে মঙ্গলবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হলো। জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালের নির্দেশে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার এস আই সায়ন ভট্টাচার্য্য, এ এস আই সোমনাথ শিকদার সহ পুলিশের বিশেষ টিমের তৎপরতায় মঙ্গলবার জয়নগর থানার উওর দূর্গাপুর পঞ্চায়েতের বিলপাড়া এলাকার বাড়ি থেকে অস্থ সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ।ধৃতের নাম মোস্তাকিন অরফে ট্যাটু লস্কর, বয়স ২৭ বছর।ধৃতের কাছ থেকে ও বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় একটি দেশী ওয়ান সাটার পিস্তল,তিন রাউন্ড কার্তুজ ও তিনটি ক্যাসেট বোমা।গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তি কি কারনে বেআইনি অস্ত্র নিজের কাছে রেখেছিল আর এগুলো নিয়ে কি কাজে ব্যবহার করতো তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।এর সাথে আর কেউ যুক্ত আছে কিনা তা জানার চেষ্টা করছে তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকরা।

হেরোইন সহ দুই পাচারকারী গ্রেফতার

রাকিবুল ইসলাম ● রানিতলা

আপনজন: সাইকেলে করে হেরোইন পাচার করার আগেই হেরোইন সহ দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করল পুলিশ।গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার রাতে মুর্শিদাবাদের রানিতলা থানার বালিজানা এলাকায় একটি ইটভাটা সংলগ্ন এলাকায় নাকা চেকিং শুরু করে ভগবানগোলা সার্কেলের এসডিপিও উত্তম গড়াই ও রানিতলা থানার ওসি মো: খুরশিদ আলম এর যৌথ উদ্যোগে নাকা চেকিং শুরু করে। সে সময় একটি সাইকেলের দুই ব্যাক্তি আসার সময় তাদেরকে সন্দেহ হওয়ায় দাঁড় করিয়ে তাদের কাছে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় ৩১২ গ্রাম হেরোইন। তারপরে ওই দুই পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

ট্রেন চালকদের বিশেষ বিশ্রাম কক্ষ শিয়ালদায়

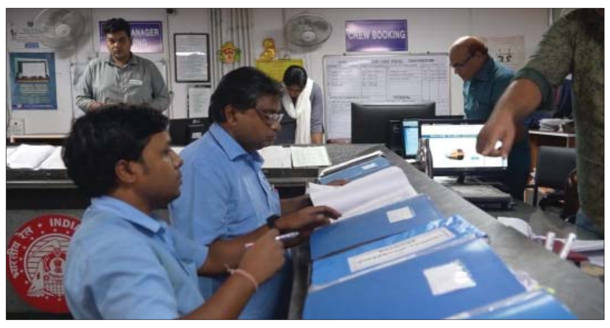

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস - এর দুর্ঘটনার পর এই ভাঙলো ঘুম? চালকদের জন্য খোলা হল বিশেষ বিশ্রাম কক্ষ। একের পর এক অভিযোগ উঠছিল রেলের বিরুদ্ধে। চালকদের ঘুম হচ্ছে না, বিশ্রাম পাচ্ছেন না তাঁরা। এরপরই নড়েচড়ে বসল রেল দফতর। চালকদের জন্য আলাদা ভাবে ব্যবস্থা করা হল বিশ্রাম কক্ষের। শিয়ালদহ স্টেশনের মেন শাখার উপরে অর্থাৎ তিনতলায় এই বিশ্রাম কক্ষ তৈরি করা হয়েছে।

রেল সূত্রে খবর, এতদিন ডরমেটরি কক্ষ ছিল। সেখানেই থাকতেন চালকরা। ছিল না কোনও বাতানুকূল যন্ত্র। ফলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ট্রেন চালিয়ে এসে গরমের মধ্যে চালকদের ঘুমোতে হত। এমনকী,মনঃসংযোগ যাতে সঠিক থাকে তার জন্য ছিল না কোনও ব্যবস্থা। এবার পূর্ব রেলের তরফ মোট ৮টি বিশ্রাম কক্ষ করা হল। এক একটি কক্ষে ২টি করে বিছানা রয়েছে। মোট ১৬ টি পুরুষ চালকদের জন্য। ৮টি বিছানা রয়েছে মহিলা চালকদের জন্য। তাঁদের রুম সম্পূর্ণ আলাদা। অত্যাধুনিক এসি মেশিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাতে ওই বিশ্রাম কক্ষগুলি সর্বদা ঠান্ডা থাকে। এছাড়া মনোসংযোগ সঠিক রাখার জন্য আলাদা কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেখানে বসে যোগ ব্যায়াম করতে পারবেন চালকরা। তৈরি করা হয়েছে নতুন রিডিং রুম। সেখানে বই রাখা হয়েছে।

ইউরো ২০২৪

এমবাপ্পেকে কেন বেঞ্চে রাখতে চান ফ্রান্সের বিশ্বকাপজয়ী পেতিত

আপনজন ডেস্ক: ইউরোতে ফ্রান্স সেমিফাইনালে উঠলেও নিজের সেরা উপহার দিতে পারেননি কিলিয়ান এমবাপ্পে। চার ম্যাচ খেলে এখন পর্যন্ত গোল মাত্র ১টি। সেটিও আবার পেনাল্টি থেকে। মাঠের পারফরম্যান্সেও চিরচেনা সেই ধার যেন অনুপস্থিত।
এমবাপ্পের ভালো খেলার পথে অবশ্য তাঁর ভাঙা নাকও বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
এরপরও মাঠে নেমে এই ফরাসি স্ট্রাইকার চেষ্টা করেছেন নিজেকে মেলে ধরার। যদিও এখন পর্যন্ত তাতে সফল হতে পারেননি।
ইউরোতে এমবাপ্পের হতশ্রী পারফম্যান্সের সমালোচনা করেছেন ফ্রান্সের সাবেক ফুটবলার ইমানুয়েল পেতিত।
অধিনায়ক হিসেবে এমবাপ্পে যথেষ্ট দায়িত্ব পালন করছেন না বলে মন্তব্য করেছেন ’৯৮ বিশ্বকাপজয়ী এই ফুটবলার। পাশাপাশি সেমিফাইনালে প্রতিপক্ষ স্পেন না হলে এমবাপ্পেকে বেঞ্চে বসিয়ে রাখতেন বলেও মন্তব্য করেছেন পেতিত।
১৯৯৮ বিশ্বকাপ ফাইনালে গোল করা পেতিত জার্মানির এক টিভি চ্যানেলে এমবাপ্পেকে নিয়ে বলেছেন, ‘এখন পর্যন্ত অধিনায়ক হিসেবে সে নিজের যোগ্যতা দেখাতে পারেনি। কারণ, সে মাঠে যথেষ্ট দায়িত্ব নিচ্ছে না। ইউরো শুরু হওয়ার পর থেকেই তাকে সেরা ছন্দে দেখা যাচ্ছে না। আর তার ভাঙা নাকও তাকে বেশ কষ্ট দিচ্ছে।’
পর্তুগালের বিপক্ষে অতিরিক্ত সময়ে গিয়ে বদলি করা হয় এমবাপ্পেকে। তবে পেতিত মনে করেন, সে ম্যাচে এমবাপ্পেকে আরও আগে বদলি করা উচিত ছিল, ‘কোয়ার্টার ফাইনালে পর্তুগালের বিপক্ষে যখন তাকে বদলি করা হলো, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ম্যাচের এক ঘণ্টা পরই তাকে বদলি করে ফেলা উচিত ছিল।’
ইউরোতে এখন পর্যন্ত ভালো করতে না পারলেও পেতিতের বিশ্বাস, সেমিফাইনালে জ্বলে ওঠার সামর্থ্য আছে এমবাপ্পের। আর সে কারণেই স্পেনের বিপক্ষে এমবাপ্পের সুযোগ দেখছেন তিনি। নয়তো এমন পারফরম্যান্সের পর ফরাসি অধিনায়ককে বেঞ্চেই বসিয়ে রাখতেন পেতিত, ‘প্রতিপক্ষ দলের নাম স্পেন বলেই সে মাঠে নামতে পারবে, অন্যথায় আমি তাকে বেঞ্চে বসিয়ে রাখতাম।’

গৌতম গম্ভীরই ভারতের নতুন কোচ

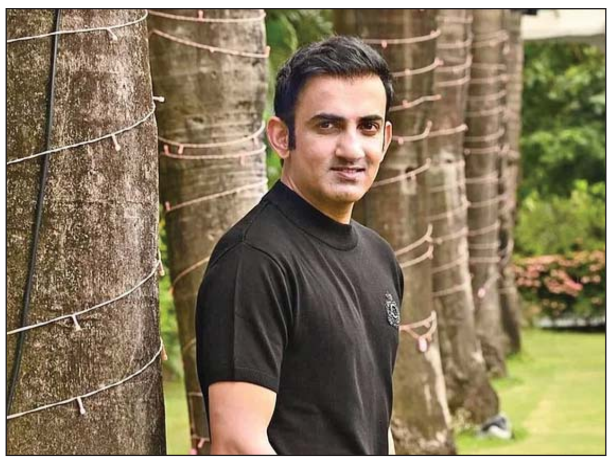

আপনজন ডেস্ক: ভারতের প্রধান কোচ হিসেবে রাহুল দ্রাবিড়ের স্থলাভিষিক্ত হবেন গৌতম গম্ভীর। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সচিব জয় শাহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘এক্স’-এ করা পোস্টে গম্ভীরকে নতুন প্রধান কোচ হিসেবে নিয়োগের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। গত ২৯ জুন বার্বাডোজে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রধান কোচ হিসেবে দ্রাবিড়ের মেয়াদও শেষ হয়। তবে দ্রাবিড়ের বিকল্প খোঁজার কাজটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেই শুরু করেছিল বিসিসিআই। ভারতের কোচ হতে চেয়ে গম্ভীরের সঙ্গে আবেদন করেছিলেন ডব্লু ভি রমণও। যদিও ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে বেশ আগে থেকেই গুঞ্জন চলছিল, ২০১১ সালে ওয়ানডে বিশ্বকাপজয়ী সাবেক ওপেনার গম্ভীরই হবেন ভারতের নতুন প্রধান কোচ।
বিসিসিআই এর আগে জানিয়েছিল, নতুন প্রধান কোচ চলতি জুলাই থেকে সাড়ে তিন বছরের জন্য জাতীয় দলের দায়িত্ব নিয়ে ২০২৭ সালের ডিসেম্বরে মেয়াদ পূর্ণ করবেন। তিন সংস্করণেই তিনি প্রধান কোচের দায়িত্ব পালন করবেন। ২৭ মে পর্যন্ত আবেদনের শেষ দিন নির্ধারণ করে বিসিসিআই প্রধান কোচের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল। সর্বশেষ আইপিএলে গম্ভীরের সঙ্গে এ নিয়ে বিসিসিআইয়ের আলোচনা হয়। গম্ভীর তখন কলকাতা নাইট রাইডার্সের মেন্টরের দায়িত্বে ছিলেন। ২০২৩ সালের নভেম্বরে কলকাতায় যোগদানের আগে ২০২২ আইপিএলে লক্ষ্মৌ সুপারজায়ান্টসের মেন্টরে দায়িত্বে ছিলেন গম্ভীর। অবসর নেওয়ার পর এটুকুই তাঁর কোচিং অভিজ্ঞতা।
ভারতের হয়ে ৫৮ টেস্ট, ১৪৭ ওয়ানডে ও ৩৭ টি-টোয়েন্টি খেলা গম্ভীর ২০০৭ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং ২০১১ বিশ্বকাপ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। দুটি ফাইনালেই ভারতের ইনিংসে সর্বোচ্চ রান করেন। সাবেক বাঁহাতি এই ওপেনার কলকাতার অধিনায়ক হিসেবে ২০১২ ও ২০১৪ আইপিএলও জিতেছেন।
আবুধাবিতে গত ১ জুন গম্ভীর ভারতের কোচ হওয়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন সংবাদমাধ্যমে, ‘আমি ভারতের কোচ হতে চাই। এর চেয়ে সম্মানের কিছু হয় না। জাতীয় দলের কোচিং করানোর চেয়ে বেশি সম্মানের আর কিছু নেই।’
৪২ বছর বয়সী গম্ভীরের এই ইচ্ছা অবশেষে পূরণ হলো। বিসিসিআই সচিব জয় শাহ এক্সে করা পোস্টে লিখেছেন, ‘অনেক আনন্দ নিয়ে ভারত ক্রিকেট দলের নতুন প্রধান কোচ হিসেবে গৌতম গম্ভীরকে আমি স্বাগত জানাই। আধুনিক ক্রিকেট খুব দ্রুত পাল্টাচ্ছে এবং গৌতম খুব কাছ থেকে এই পরিবর্তন দেখেছে। ক্যারিয়ারে বিভিন্ন ভূমিকায় সে ভালো করেছে। ভারতের ক্রিকেটকে সামনে এগিয়ে নিতে গৌতমই যে আদর্শ ব্যক্তি, সে বিষয়ে আমি আত্মবিশ্বাসী।’ ভারতের প্রধান কোচ পদে দ্রাবিড়ের স্থলাভিষিক্ত হতে সাবেক ব্যাটসম্যান ভিভিএস লক্ষ্মণ বিসিসিআইয়ের কাছে অনাগ্রহ প্রকাশের পর আলোচনায় উঠে আসেন গম্ভীর। লক্ষ্মণ এখন ভারতের জাতীয় ক্রিকেট একাডেমির পরিচালক। এর পাশাপাশি ভারতের অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে চলতি পাঁচ ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজেও দায়িত্ব পালন করছেন।
২০২১ সালের নভেম্বরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর রবি শাস্ত্রীর কাছ থেকে ভারতের প্রধান কোচের দায়িত্ব পান দ্রাবিড়। তখন এই পদে দ্রাবিড়ের মেয়াদ ছিল ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ পর্যন্ত। এরপর দ্রাবিড় চলতি বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত মেয়াদ বাড়াতে রাজি হন। শেষ পর্যন্ত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেই থামলেন দ্রাবিড়।

যুক্তরাষ্ট্রে নতুন রেকর্ড গড়ল মেসিদের কোয়ার্টার ফাইনাল

আপনজন ডেস্ক: লিওনেল মেসির নেওয়া প্রথম শটটি ক্রসবারে লেগে চলে গেল বাইরে। এবারের কোপা আমেরিকার কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনা-ইকুয়েডর ম্যাচের টাইব্রেকারের প্রথম শট ছিল সেটি। পরে গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজের অতিমানবীয় দুটি সেভ সেমিফাইনালে তুলে দেয় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের। আর্জেন্টিনা-ইকুয়েডরের সেই ম্যাচটি নতুন টেলিভিশন রেকর্ড গড়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। সম্প্রচার সংস্থা ফক্স স্পোর্টস জানিয়েছে, রেকর্ড ১৮ লাখ ৭০ হাজার দর্শক টেলিভিশনে দেখেছেন মেসিদের সেই ম্যাচ। ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্র নেই, কোপা আমেরিকার এমন কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ দেখার মার্কিন রেকর্ড এটিই। আর্জেন্টিনা-ইকুয়েডর ম্যাচের টেলিভিশন দর্শক সংখ্যাটা ২০২১ কোপা আমেরিকার কোয়ার্টার ফাইনালের গড়ের চেয়ে ৪৮২ শতাংশ বেশি। ফক্স স্পোর্টস জানিয়েছে ২০১৬ সালের কোয়ার্টার ফাইনালের চেয়ে ৫৭ শতাংশ বেশি মানুষ দেখেছেন

কোপা আমেরিকা

এবারে কোয়ার্টার ফাইনাল। টাইব্রেকারে ইকুয়েডরকে ৪-২ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠছে আর্জেন্টিনা। বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা এবার রেকর্ড ১৬তম কোপা জয়ের অভিযানে নেমেছে। বাংলাদেশ সময় কাল সকালে মেসিদের সেই পথে বাধা কানাডা। সকাল ৬টায় শুরু ম্যাচটির ভেন্যু নিউজার্সি অঙ্গরাজ্যের ইস্ট রাদারফোর্ড। পরের দিন দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে কলম্বিয়া ও উরুগুয়ে। বাংলাদেশ সময় ১৫ জুলাই সকালে মায়ামিতে ফাইনাল।

৩৩ বছর বয়সেই ফুটবলকে বিদায় বললেন থিয়াগো

আপনজন ডেস্ক: চোটের সঙ্গে নিরন্তর লড়াইয়ে অবশেষে হার মেনে নিলেন থিয়াগো আলকানতারা। চোটের কারণে ২০২৩-২৪ মৌসুমে ইংলিশ ক্লাব লিভারপুলের হয়ে মাত্র একটি ম্যাচ খেলতে পারা স্প্যানিশ মিডফিল্ডার ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এই ঘোষণা দিয়েছেন চুক্তির মেয়াদ শেষে লিভারপুল ছাড়া থিয়াগো।
থিয়াগো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অবসরের ঘোষণা দিতে গিয়ে লিখেছেন, ‘ফুটবলকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ তাঁদেরও, যাঁরা আমাকে এই পথচলায় সঙ্গ দিয়েছেন, আমাকে ভালো খেলোয়াড় ও ভালো মানুষ বানিয়েছেন।’ থিয়াগো আরও লিখেছেন, ‘জীবন আমাকে যা দিয়েছে, আমি চেষ্টা করব সেসব ফিরিয়ে দেওয়ার। (ফুটবলে) যে সময় কাটিয়েছি, তাতে আমি কৃতজ্ঞ। আমি সময়টা উপভোগ করেছি।’ ২০২২-২৩ মৌসুমের শেষ দিকে নিতম্বে অস্ত্রোপচার করাতে হয়েছিল থিয়াগোকে। এরপর ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারির আগে আর ফুটবলে ফিরতে পারেননি। গত ফেব্রুয়ারিতে আর্সেনালের বিপক্ষে বদলি হিসেবে নামার পর আবার চোটে পড়ে ছিটকে যান থিয়াগো। সেটি ছিল লিভারপুলের জার্সিতে ব্রাজিলিয়ান বংশোদ্ভূত ফুটবলারের ৯৮তম ম্যাচ। ২০২০ সালে বায়ার্ন মিউনিখ থেকে ৪ বছরের চুক্তিতে লিভারপুলে যোগ দিয়েছিলেন থিয়াগো। লিভারপুল ক্যারিয়ারে একটি এফএ কাপ জেতা থিয়াগো বায়ার্নের হয়ে জিতেছেন বুন্দেসলিগা ও চ্যাম্পিয়নস লিগ।

ফ্রান্সকে ফাইনালে দেখছেন জার্মান কিংবদন্তি ম্যাথাউস

আপনজন ডেস্ক: এই ইউরোতেই জার্মানির হয়ে লোথার ম্যাথাউসের অভিষেক। সেটি ছিল নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ম্যাচে। ১৯৮০ সালে ইতালিতে সেই অভিষেক টুর্নামেন্টেই জার্মানির শিরোপা জয়ের সঙ্গী হয়েছিলেন কিংবদন্তি।
জার্মানিকে অধিনায়ক হিসেবে ১৯৯০ বিশ্বকাপ জেতানো ম্যাথাউস তাঁর দেশের সংবাদমাধ্যম বিল্ড-এ লেখা সাপ্তাহিক কলামে ফ্রান্স-স্পেন সেমিফাইনাল নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। মিউনিখে অ্যালিয়াঞ্জ অ্যারিনায় আজ মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় রাত একটায় ইউরোর সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে ফ্রান্স ও স্পেন। ম্যাথাউসের মতে, ম্যাচটি জিতে ফ্রান্সই উঠবে ফাইনালে।
দেশম বললেন, বিরক্ত হলে ফ্রান্সের খেলা দেখার দরকার নেই স্পেন এবার ইউরোয় অসাধারণ খেলছে। সর্বোচ্চ ১১ গোল করার পাশাপাশি এবার এই টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত সব ম্যাচজয়ী একমাত্র দলও। কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তের অধীন স্পেনের খেলার ধরনও চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে প্রতিপক্ষকে। ৬৩ বছর বয়সী ম্যাথাউস তাঁর কলামেও লিখেছেন, ‘এবার ইউরোয় এখন পর্যন্ত স্পেনই সবচেয়ে নজর কেড়েছে।’
তবে সেমিফাইনালে স্পেনের একটি সমস্যাও ম্যাথাউসের চোখে পড়েছে। ফ্রান্সের বিপক্ষে এই ম্যাচে নিয়মিত একাদশের তিন খেলোয়াড়কে পাচ্ছে না স্পেন। কোয়ার্টার ফাইনালে জার্মানির টনি ক্রুসের ফাউলের শিকার হয়ে হাঁটুতে বেশ বড় চোটই পেয়েছেন স্পেন মিডফিল্ডার পেদ্রি। ইউরো শেষ হয়ে গেছে বার্সেলোনা তারকার। পেদ্রির জায়গায় হয়তো দানি ওলমোকে খেলাবেন স্পেন কোচ দে লা ফুয়েন্তে।
রক্ষণভাগে দুই আস্থা দানি কারভাহাল ও রবিন লে নরমাঁকেও এই ম্যাচে পাচ্ছে না স্পেন। কারভাহাল কোয়ার্টার ফাইনালে লাল কার্ড দেখে এই ম্যাচে নিষিদ্ধ এবং নরমাঁ পড়েছেন হলুদ কার্ড নিষেধাজ্ঞার খড়্গে। এ দুজনের জায়গায় ৩৮ বছর বয়সী জেসাস নাভাস ও নাচো ফার্নান্দেজকে খেলাতে পারে স্পেন।
ম্যাথাউস মনে করেন, পেদ্রি, কারভাহাল ও নরমাঁর অনুপস্থিতিতে সেমিফাইনালে স্পেন ‘বেশি করে ভুগবে।’ ম্যাথাউস তাঁর কলামে এ নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে জার্মানির বিপক্ষে ম্যাচের উদাহরণ টেনে লিখেছেন, ‘আমাদের (জার্মানি) বিপক্ষে তারা ভুগেছে, সেটা সবাই দেখেছে। কারণ, তাদের রক্ষণ সংহত ছিল না।’
তবে ফ্রান্সের আক্রমণভাগেও সমস্যা দেখছেন ম্যাথাউস। কিলিয়ান এমবাপ্পে, উসমান দেম্বেলে, আঁতোয়ান গ্রিজমান, মার্কাস থুরাম ও কোলো মুয়ানির মতো খেলোয়াড়েরা থাকতেও ম্যাথাউস মনে করেন, ‘ফরাসি আক্রমণভাগ এখনো মন জয় করতে পারেনি।’
ম্যাথাউস এর কারণ হিসেবে বলেছেন, ‘ফরাসি আক্রমণভাগের খেলোয়াড়েরা কেউ কাউকে দেখতে পারে না’ এবং ‘একে-অপরকে এগিয়ে নেওয়ার পরিবর্তে তারা নিজেদের জন্য খেলে।’

খারিজি মাদ্রাসার অধিকার আদায়ে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি রাবেতার

ত্রিপুরার অন্যতম খারিজি মাদ্রাসা সেপাহিজালা জেলার দারুল উলুম সোনামুড়া রাঙামাটিয়া মাদ্রাসা।

▶ *প্রথম পাতার পর*
pathshala and educational institutions primarily imparting religion instruction.”) মাদ্রাসা, বৈদিক পাঠশালায় এই আইনে থাকা কিছুই প্রযোজ্য হবে না। এতদসত্ত্বেও ত্রিপুরা শিক্ষা অধিদফতরের নির্দেশ সংবিধানের উল্লংঘন বলে তিনি অভিযোগ করেন।
রাবেতার তরফে দাবি জানানো হয়, বিশ্ব বিখ্যাত দারুলউলুম দেওবন্দ তথা সর্বভারতীয় কৌমী মাদ্রাসা বোর্ডের রীতি-নীতি ও সংবিধান অনুযায়ী প্রায় ১৫৮ বৎসর থেকে চলে আসা কৌমী মাদ্রাসাগুলির পঠন-পাঠন তথা যাবতীয় ব্যাপারে সাংবিধানিক অধিকার বহাল রাখা। শিক্ষার্থীদের জন্য UDISE /PEN কোড পাওয়ার জন্য সহজ প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করা।মাদ্রসায় পড়ানোর জন্য সময় মত সহজে জেনারেল বই পুস্তক পাওয়ার ব্যবস্থা করা। মাদ্রাসাগুলির রেজিস্ট্রেশন ব্যাপারে অবজেক্ট থেকে এই ‘To collect subscription and donations from members and Other to attain the objects of society.’ থেকে ‘Other’ শব্দ বাদ না দিয়ে রেজিস্ট্রেশন দেওয়া। রেজিস্ট্রেশন দেওয়ার আধিকারিক বলেন ক্রাইম বন্ধ করার জন্য ‘Other’ শব্দ বাদ দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। তাই রেজিস্ট্রেশন আধিকারিককে লিখিতভাবে জাননানো হয়েছে এই মর্মে যে, (ক) ভারতের সংবিধানে প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীদের নিজ নিজ ধর্মের, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠা করা ও

দারুল উলুম সোনামুড়া রাঙামাটিয়া মাদ্রাসার ছাত্রাবাস।

পরিচালনা করার অধিকার দিয়েছে (খ) মুসলমানরা তাদের যাকাত, ফিতরা, দান, খয়রাত দ্বারা ওই সমস্ত মাদ্রাসাগুলিকে সাহায্য করেন (গ) বিদেশি কোন সাহায্য আমাদের মাদ্রাসাগুলিতে নেই (ঘ) কোন কৌমী মাদ্রাসায় দেশবিরোধী কার্যকলাপ করা হয় না (ঙ) সর্বভারতীয় পর্যায়ে রাবেতা বোর্ড তথা বেসরকারি যে মাদ্রাসা বোর্ড রয়েছে, যার নাম রাবেতায়ে মাদারিসে ইসলামিয়া আরাবিয়া দারুল উলুম দেওবন্দ, সেই বোর্ডের কেন্দ্রীয় দপ্তর হল উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর জেলার দেওবন্দ মাদ্রাসায় অবস্থিত। সেটিও দেশের জনসাধারণের চাঁদায় চলে, এভাবে ভারতবর্ষের হাজার হাজার কৌমি মাদ্রাসাগুলি চলছে (চ) প্রতি বৎসর সিএ-এর মাধ্যমে অডিট করানোর ব্যবস্থা করা হয়। মুফতি তৈয়্যেবুর রহমান মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহাকে লেখা চিঠিতে আরও জানান, ত্রিপুরায় কৌমি বা খারিজি মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীদেরকে প্রাথমিক স্তরে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন দ্বারা নির্ধারিত পাঠ্যক্রম অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। সাচার কমিটির রিপোর্টে প্রমাণিত হয়েছে, সংখ্যালঘু মুসলিমদের মাত্র ৪ শতাংশ ছেলে মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে ৯৬ শতাংশ মাদ্রাসায় আসে না বা অনেকে স্কুলেও পড়াশোনা করে না। যারা পড়াশোনা করেছে তাদের মধ্যে অনেকের জীবন জীবিকার ব্যাপারে অনেক সমস্যা রয়েছে। কিন্তু মাদ্রাসায় পড়াশোনা করা ৪ শতাংশের জীবন জীবিকার ব্যাপারে অসুবিধা নেই। রাবেতায়ে মাদারিসে ইসলামিয়া আরাবিয়া ত্রিপুরার দাবি, মুসলমানদের এই ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেগুলি ভারতের প্রগতি, সমৃদ্ধি, সংহতির পক্ষে কাজ করে আসছে। সেগুলির ব্যাপারে কোন সংশয় অথবা বাধ্যবাধকতা না করে তাদের পূর্বাবস্থায় বহাল রাখার প্রতি ত্রিপুরা সরকারের সদিচ্ছা কামনাও করা হয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহাকে লেখা রাবেতায়ে মাদারিসে ইসলামিয়া আরবিয়া ত্রিপুরার চিঠিতে।

সমুদ্রে সাঁতার কাটতে গিয়ে নিখোঁজ মরক্কোর দুই ফুটবলার

আপনজন ডেস্ক: মরক্কোর দুই ফুটবলার সমুদ্রভ্রমণে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন। দেশটির শীর্ষ ফুটবল লিগের ক্লাব ইত্তিহাদ তানজের জানিয়েছে, গত শনিবার ভূমধ্যসাগরে সাঁতার কাটতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন তাঁরা। ক্লাবটির মুখপাত্র গতকাল সোমবার বিবিসিকে জানিয়েছেন, ওই দুই খেলোয়াড়ের সন্ধান তখনো পাওয়া যায়নি। চার ফুটবলারসহ ক্লাবের পাঁচজন দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় শহর তানজিয়ার থেকে ছোট একটি ইয়ট ভাড়া করে সমুদ্রভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। একটা সময় ইয়ট থেকে নেমে সাঁতার কাটতে থাকেন তাঁরা। সে সময় হঠাৎ উত্তাল হয়ে ওঠে সমুদ্র। তীব্র স্রোত ইয়টের কাছ থেকে দূরে ঠেলে দেয় তাঁদের। ক্লাবটির সভাপতি আনাস স্রাবেত বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছেন কী হয়েছিল। স্রাবেত জানান, শনিবারই তিনজনকে উদ্ধার করা হয়, ‘তিনজনকে শনিবারই উদ্ধার করা হয়েছে। এখন সালমান হারাক ও আবদেললতিফ আখরিফের সন্ধানে উদ্ধার অভিযান চলছে।’ ২৪ বছর বয়সী আখরিফ তানজের ক্লাবের নিয়মিত খেলোয়াড়। ১৮ বছর বয়সী হারাক এ বছরই মূল দলে সুযোগ পেয়েছেন। উদ্ধার হওয়া খেলোয়াড়েরা জানিয়েছেন, সাঁতার কাটার সময় কোনো লাইফ জ্যাকেট ও বয়া ছিল না তাঁদের। উদ্ধার হওয়া একজন উসামা আফলাহ ক্লাবের কর্মচারী।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**